বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>052 >>14 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৫২ >> << ১৪ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

ফিলিপাইন সরকার এবং কমিউনিস্ট বিদ্রোহীরা বলছে তারা পুনরায় শান্তি আলোচনা শুরু করতে রাজি

ম্যানিলাঃ মঙ্গলবার ফিলিপাইন সরকার এবং কমিউনিস্ট বিদ্রোহীরা বলেছে, তারা বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘতম মাওবাদী বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে পুনরায় শান্তি আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চলমান সশস্ত্র সংগ্রাম ১৯৬৯ সালে শুরু হয়েছিল, ফিলিপাইনের ধনী-দরিদ্রের তীব্র বিভাজনের মধ্যে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৮০'র দশকে তীব্র আন্দোলনের সময় দলটি প্রায় ২৬ হাজার যোদ্ধা নিয়ে গর্ব করতো, সেনাবাহিনী বলেছে, সেই সংখ্যা এখন দুই হাজারের কম। কয়েকটি ফিলিপাইন প্রশাসন তাদের নেদারল্যান্ডস-ভিত্তিক রাজনৈতিক শাখা ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)-এর মাধ্যমে কমিউনিস্টদের সাথে শান্তি আলোচনা করেছে। কর্মকর্তারা ম্যানিলায় সাংবাদিকদের বলেন, সর্বসাম্প্রতিক এই প্রচেষ্টাটি নেদারল্যান্ডস এবং নরওয়েতে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার পর হচ্ছে। এই আলোচনা ২০২২ সালে শুরু হয়েছিল এবং নরওয়েজিয়ান সরকার এই আলোচনায় সহায়তা করেছিল।

বাজার দর

SENSEX : 66988.44 +86.53
NIFTY : 20133.15 +36.56

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2500 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.13 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইসরাইল হামাস : যুদ্ধবিরতির ৬ষ্ঠদিনে আরও জিম্মি ও বন্দি মুক্ত

গাজা ঃ যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে চুক্তির ষষ্ঠদিনে হামাস জঙ্গিরা বুধবার আরও ইসরাইলি জিম্মিকে মক্তি দিয়েছে। এ দিকে মধ্যস্থতাকারীরা লড়াইয়ে বিরতির মেয়াদ আরও বাড়ানোর জন্য এবং ইসরাইলি কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বিনিময়ে আরও জিম্মিকে মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে অস্ত্র বিরতি উঠে যাওয়ার কথা আর তাই কাতার, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও ইসরাইলের কর্মকর্তারা এই মর্মে আলোচনার জন্য কাতারে বৈঠক করছেন যে জিম্মি ও বন্দিদের বিনিময়ের জন্য কী ভাবে এবং কতদিন পর্যন্ত লড়াই থামিয়ে রাখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বৃহস্পতিবার ইসরাইলে যাওয়ার কথা। তিনি ব্রাসেলস'এ সংবাদদাতাদের বলেন যে চুক্তিটি বাড়ানোর অর্থ হচ্ছে , আরও জিম্মি স্বদেশে ফিরে আসতে পারবেন এবং বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের জন্য আরো মানবিক সহযোগিতা পাঠানো যাবে। ব্লিংকেন বলেন, স্পষ্টতই সেটাই আমরা চাই। আমি মনে করি সেটা ইসরাইলও চায়। তারা তাদের লোকজনকে ফিরিয়ে আনতে গভীর ভাবে আগ্রহী। কাতার সিএনএন'কে জানিয়েছে যে তারা এ ব্যাপারে খুব আশাবাদীযে এই বিরতির মেয়াদ আরও বাড়বে। হামাস প্রতিদিন আরও দশজন জিম্মিকে মুক্তি দেবে এবং ইসরাইল আরও বন্দিকে মুক্ত করবে এমন শর্তের অধীনে যুদ্ধবিরতি দুইদিন বাড়ানো হয়। ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ১২ জন জিম্মিকে ইসরাইলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই ১২ জন গাজায় বন্দি ছিল। তাদের মধ্যে ১০ জন ইসরাইলি ও দুজন বিদেশী নাগরিক। বিনিময়ে ইসরাইল ৩০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্ত করেছে। পশ্চিম তীরের একটি কারাগার এবং জেরুজালেম আটক কেন্দ্র থেকে ১৫ জন নারী ও ১৫ জন যুবককে মুক্ত করা হয়। আধা-সরকারি সংস্থা ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স ক্লাব একথা জানায়। হামাস জঙ্গিরা ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে তাদের তাণ্ডব চলাকালীন প্রায় ২৪০ জনকে ধরে নিয়ে যায়। ইসরাইলে তারা প্রায় ১২০০ জনকে হত্যা করেছিল। হামাস-নিয়ন্ত্রিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানায়, পাল্টা আক্রমণে ইসরাইল গাজায় পনেরো হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। ছয় সপ্তাহের ব্যাপক ইসরাইলি বিমানহামলা এবং স্থল আক্রমণের পর গাজায় প্রথম স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। ইসরাইল-হামাস দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বুধবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি বৈঠক হবার কথা।

মিয়ানমারে জান্তা ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাতে উদ্বেগ বাড়ছে মিজোরামে

নয়া দিল্লি ঃ মিয়ানমারে সামরিক জান্তা এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও গণতন্ত্রপন্থী বিদ্রোহীদের মধ্যে লড়াইয়ের প্রভাব বাড়ছে উত্তর-পূর্ব ভারতে। কারণ, মিয়ানমারে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে অন্যদের লড়াইয়ের জেরে সাধারণ মানুষ ও সেনাবাহিনীর অনেকেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মিজোরাম রাজ্যের জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছেন। সেখান থেকে তাঁদের মণিপুরে এনে ফেরত পাঠাতে হচ্ছে ভারতকে। মণিপুরে অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে মিয়ানমারে সংঘাতের বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠছে বলে মিজোরাম সরকারের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে মিজোরামের ওই কর্মকর্তা বলেন, বিষয়টি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। রাজ্যের তরফে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি নিয়মিত জানানো হচ্ছে। নিরাপত্তার পাশাপাশি ত্রাণের ব্যবস্থা করতে নিয়মিতভাবে বলা হচ্ছে। কারণ, শুধু মিয়ানমারের সেনাবাহিনী নয়, শত শত সাধারণ মানুষ রাজ্যে অনুপ্রবেশ করছেন। এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি নিয়ে খুব ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা মনে করছেন। রাজ্যের এই কর্মকর্তার এ বক্তব্যের কারণ, গত মঙ্গলবার আবার মিয়ানমারের ৩০ সেনাসদস্য আসাম রাইফেলস ও মিজোরাম পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। মিয়ানমারঘেঁষা দক্ষিণ মিজোরামের সিয়াহা জেলায় ওই সেনাসদস্যরা বন্দুক-গুলিসহ আত্মসমর্পণ করেন। গতকাল বুধবার তাঁদের ১৫ জন করে দুটি দলে ভাগ করে মণিপুর ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী শহর মোরেতে নেওয়া হয়েছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, মোরে থেকে ৩০ জনকে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী শহর তামুতে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ নিয়ে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মোট ১০৪ সদস্যকে ফেরত পাঠাল ভারত। প্রথম দফায় ১৩ নভেম্বর মিয়ানমারের ৪৫ সেনাসদস্য মিজোরামে আসেন। এরপর ১৬ নভেম্বর আসেন ২৯ সেনাসদস্য। মিয়ানমারের সেনাসদস্যদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অনুপ্রবেশ চলছে বলে ওই কর্মকর্তা জানান।

মিজোরামের ওই কর্মকর্তা বলেন, 'সেনাবাহিনীর যে সদস্যরা আসছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণ করছেন বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাঁরা আসছেন, তাঁদের অনেকেই পরিচয় গোপন করছেন বলে আমরা মনে করছি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, সাধারণভাবে অন্য দেশ থেকে আসা মানুষ প্রশাসনকে এড়িয়ে চলাই পছন্দ করেন। আর মিজোরামে ঢুকে তাঁদের পক্ষে কারও বাসায় আশ্রয় নেওয়া খুব মুশকিলের নয়। কারণ, মিয়ানমারের চিন প্রদেশের অনেকেরই মিজোরামে আত্মীয়স্বজন রয়েছে।' ওই কর্মকর্তা বলছেন, 'এখন চিন প্রদেশে লড়াই চলছে। ফলে মানুষ মিজোরামে ঢুকছেন। এটা আটকানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাহলে মিজোরামের মানুষ সরকারের পদক্ষেপের বিরোধিতা করবেন। তাঁরা অতীতে সীমান্ত বন্ধ করার বিরোধিতা করেছেন। যাঁরা আসছেন, তাঁদের সঙ্গে মিজোরামের বাসিন্দাদের জাতিগত সম্পর্ক রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমান আট জন আরোহী নিয়ে সাগরে বিধ্বস্ত, অন্তত একজন নিহত

ওকিনাওয়া ঃ জাপানের উপকূলে বুধবার আট জন আরোহী নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর একটি বিমান বিধ্বস্ত হবার পর, সমুদ্রে এক ব্যক্তির দেহ ও বিমানটির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছে জাপানের উপকূলরক্ষী বাহিনী। দুর্ঘটনার কারণ এবং বিমানটিতে থাকা ব্যক্তি ও অন্যদের অবস্থা সমন্ধে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি, বলেন কোস্ট গার্ডের মুখপাত্র কাজুও ওগাওয়া। তিনি আরও বলেন, জাপানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রধান দ্বীপ কিউশুর কাগোশিমার দক্ষিণে ইয়াকুশিমা দ্বীপে একটি মাছ ধরার নৌকা থেকে জরুরি খবর পেয়ে সেখানে যায় উপকূলরক্ষী বাহিনী। তাদের বিমান ও টহল নৌকা একজনকে খুঁজে পায়। ইয়াকুশিমার পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রে তাকে পাওয়া যায়। দেশটির প্রধান মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিরোকাজু মাতসুনো সাংবাদিকদের বলেন, সরকার জীবন রক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে, সেই সাথে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য নিশ্চিত করে জানাবে। ওসপ্রে একটি হাইব্রিড বিমান যা হেলিকপ্টারের মতো উড্ডয়ন করতে পারে। এগুলো সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন কোর, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী ব্যবহার করে । ওগাওয়া জানান, বিমানটি ইয়ামাগুচি প্রদেশের যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন কোর এয়ার স্টেশন ইওয়াকুনি থেকে ওকিনাওয়ার কাদেনা বিমান ঘাঁটিতে যাওয়ার পথে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার আগে এটি ইয়াকুশিমা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান উভয় দেশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিমানটি পশ্চিম টোকিওর ইয়াকোটা বিমান ঘাঁটির ছিল। ইয়াকোটায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা বলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি। তারা এখনো তদন্ত করছেন বলে জানান। গত আগস্টে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার একটি দ্বীপে বহুজাতিক প্রশিক্ষণের মহড়ার সময় ২৩ জন মেরিন সহ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন কোরের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে তিনজন নিহত এবং কমপক্ষে পাঁচজন গুরুতর আহত হয়। ২০১২ সাল মেরিন ওসপ্রের কমপক্ষে পাঁচটি বিমান মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এতে কমপক্ষে ১৯ জন নিহত হন।

নেপালে সমলিঙ্গের বিয়ের প্রথম আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন

কাঠমান্ডুঃ বুধবার নেপালে এক সমলিঙ্গের দম্পতি দেশে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে সমলিঙ্গের বিয়ের মর্যাদা পেয়েছে। হিমালয়ের এই জাতি এশিয়ার প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটি যারা এটির অনুমতি দেয়। একজন প্রকাশ্য সমকামী, প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও এলজিবিটিকিউ প্লাস অধিকার কর্মী সুনীল বাবু পন্ত বলেন, ২৩ বছরের সংগ্রামের পর আমরা এই ঐতিহাসিক অর্জন পেলাম এবং অবশেষে মায়া ও সুরেন্দ্র স্থানীয় প্রশাসনের কার্যালয়ের তাদের বিবাহ নিবন্ধন করিয়েছেন। এই বছরের শুরুতে নেপালের সুপ্রিম কোর্ট একটি অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করে যাতে প্রথমবারের মতো সমকামী বিয়ের নিবন্ধন করা যায়। কর্মকর্তারা প্রথমে বিয়ে নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন। দম্পতি এবং পন্ত কাঠমান্ডু জেলা আদালত ও হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন কিন্তু তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। পন্তের মতে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই সপ্তাহে সমস্ত স্থানীয় প্রশাসনিক কার্যালয়ে সমকামী বিবাহ নিবন্ধন করতে সক্ষম করার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনেছে। এই দম্পতি ছয় বছর আগে হিন্দু রীতিনীতি অনুসরণ করে একটি মন্দিরে বিয়ে করেছিলেন। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের উপস্থিতিতে একজন পুরোহিত সেই বিয়ে পরিচালনা করেন। কিন্তু তাদের বিয়ের বৈধ কোনো সার্টিফিকেট ছিল না। ২০০৭ সালে নেপালের সরকারকে এলজিবিটিকিউ প্লাস মানুষের পক্ষে পরিবর্তন আনার জন্য আদালতের একটি সিদ্ধান্তের পর থেকে নেপাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। যে সব ব্যক্তি নিজেদের নারী বা পুরুষ হিসেবে পরিচয় দেন না, তারা এখন তাদের পাসপোর্ট ও অন্যান্য সরকারি নথিতে বিকল্প হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গ কথাটি বেছে নিতে পারবেন। ২০১৫ সালে গৃহীত সংবিধানেও স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, যৌন অভিমুখের ভিত্তিতে কোন বৈষম্য করা যাবে না।

অভিযোগ ভারতের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এতে বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন

ভারতের সরকারি কর্মকর্তার শিখ হত্যার ষড়যন্ত্র ঃযুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটনঃ এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সিনিয়র ফিল্ড অফিসার বলে দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল প্রসিকিউটাররা এই মর্মে অভিযোগ এনেছেন যে তিনি একজন আমেরিকান নাগরিককে হত্যা করার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই আমেরিকান নাগরিক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের একজন নেতা। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ যে সব নথিপত্র প্রকাশ করেছে তাতে ঐ ভারতীয় কর্মকর্তার নাম জানানো হয়নি তবে এমন আভাস দেয়া হয়েছে যে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে নতুন দিল্লির একটি সরকারি দপ্তরে কাজ করতেন এবং এই হত্যার ব্যবস্থা করার জন্য নিখিল গুপ্ত নামের একজন ভারতীয় নাগরিককে ভাড়া করেন।

ফেডারেল প্রসেকিউটাররা অভিযোগ করেন যে ঐ ভারতীয় কর্মকর্তাটি বার বার গুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাকে ১৫,০০০ ডলার অগ্রিম হিসেবে দেন। ঐ রাজনৈতিক সক্রিয়বাদীকে হত্যার জন্য গুপ্তকে এক লক্ষ ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন ঐ ভারতীয় কর্মকর্তা।

৫২ বছর বয়সী গুপ্তকে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিচারের জন্য হস্তান্তর করা হবে।তিনি ঐ ষড়যন্ত্রে সম্পৃক্ত থাকার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি হত্যার জন্য ভাড়া খাটা, ষড়যন্ত্র ও অবৈধ ভাবে অর্থ প্রাপ্তির অভিযোগের সম্মুখীন হবেন।

শিখস ফর জাস্টিস সংগঠনটির নেতা, অ্যাটর্নি গুরুপাতওয়ান্ত সিং পানুম যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার দ্বৈত নাগরিক এবং তিনি আগেও আভাস দিয়েছিলেন যে তিনি লক্ষ্যবস্তুহয়েছেন। সংবাদদাতাদের তিনি বলেছিলেন যে ভারতীয় সরকারের সমালোচনা করায় এবং স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার তাকে হত্যা করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়াম এক বিবৃতিতে বলেন, বিবাদি পক্ষ ভারতে বসেই ষড়যন্ত্র করে এখানে এই, নিউইয়র্কে তাকে হত্যা করতে চাইছিল। তিনি ভারতীয় বংশদ্ভুত আমেরিকান নাগরিক যিনি শিখদের জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশ্যেই বলেন। অ্যাটর্নি উইলিয়াম বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের হত্যার প্রচেষ্টা সহ্য করবো না।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রয়োগকারীরা এই তৎপরতা চিহ্নিত করে এবং ব্যর্থ করে দেয়। বুধবার প্রকাশিত অভিযোগপত্র অনুযায়ী গুপ্ত একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাকে তিনি অপরাধীচক্রের লোক মনে করেছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন গোপনসূত্র যিনি মাদকবিরোধী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে কাজ করছিলেন। গুপ্ত নিউ ইয়র্ক সিটিতে তার লক্ষ্যবস্তুকে হত্যা করার জন্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য এই গোপনসূত্রটির সহযোগিতা চান। তখন এই গোপনসুত্রটি গুপ্তকে সম্ভাব্য ঘাতকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন যিনি ছদ্মবেশে ছিলেন প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগের কথা পরবর্তী মাসের শেষ দিকে জানতে পারে এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন ভারতীয় কর্মকর্তাদের সামনে উত্থাপন করে। আগস্ট মাসের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সালিভান , ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের কাছে সরাসরি তাত্র এই উদ্বেগর কথা তুলে ধরেন । পরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা(সিআইএ)'র পরিচালক উইলিয়াম বার্নস যখন নতুন দিল্লিতে ভারতের রিসার্চ এন্ড অ্যানালিটিকাল উইং (র)'এর প্রধান রবি সিনহার সঙ্গে বৈঠক করেন তখন তিনি ইষয়টি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন। মিডিয়ার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে বাইডেন যখন ২০ জাতি গোষ্ঠির সম্মেলনে নতুন দিল্লিতে মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন তখনো তিনি এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্রী অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন গত সপ্তাহে বলেন, ভারতের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এতে বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন । তারা বলেন এই ধরণের কর্মকান্ড তাদের নীতি নয়।

ভারত সরকার এই ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগ উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিছু তথ্য ভারতকে জানায় এবং ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বুধবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন ভারত, এ ধরণের সংবাদকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখে যেহেতু এটি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার উপরও আঘাত হানে । সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখছেন।

দিনের আলোতে এক পাল বন্য হাতি গ্রামে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে

আলিপুরদুয়ার ঃ সাতসকালে গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বুনো হাতির দল । ঘটনাটি মাদারিহাটের মেঘনাৎ সাহা নগড় ও প্রধান নগড় এলাকায় । শুক্রবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হ ওয়া জনগণ এবং বিভিন্ন কাজে বের হওয়া জনগণ বুনো হাতির মুখোমুখি হয়ে পড়ে।
এদিন সকালে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল থেকে পাঁচটি বুনো হাতি লোকালয়ে প্রবেশ করে দাপিয়ে বেড়ায় । অনেক সড়কে হাতির দলের মুখোমুখি হয়ে দৌড়ে প্রাণ বাঁচায় । যদি ও পরবর্তীতে বুনো হাতির দল জঙ্গলে প্রবেশ করে। স্থানীয়রা জানান মাঝেমধ্যে বুনো হাতির দল লোকালয়ে প্রবেশ করে। বর্তমানে দিনের আলোতে লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়ায় বুনো হাতির দল।

উত্তরাখণ্ডে সুড়ঙ্গে আটকে কোচবিহারের যুবক, উদ্বিগ্ন পরিবার

কোচবিহার। উত্তরাখণ্ডের সুরঙ্গ ধ্বসে আটক ৪১ জনের মধ্যে রাজ্যের তিনজন রয়েছে তারই মধ্যে একজন কোচবিহারের তুফানগঞ্জ ব্লকের বলরামপুর এলাকার বাসিন্দা মানিক তালুকদার। সুরঙ্গে আটকে রয়েছে মানিক। দুশ্চিন্তায় পরিবারের সকলেই।তবে তারা আশাবাদী হয়তো মানিক ফিরে আসবে।পরিবারের তরফ থেকে মানিক তরফদারের ভাই বঙ্কিম তালুকদার বলেন, আমার ছেলে ওখানে গেছে, কিছুক্ষণ আগেই ফোন এসেছিল বলেছে মেশিনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। আজকে রাত বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে উদ্ধার করা যাবে।এরপর বঙ্কিম বাবু বলেন আগে কোন আশাই ছিল না এখন অল্প আশা জেগেছে হয়তো মানিক ফিরে আসবে।

ট্রাকের পেছনে ধাক্কা যাত্রীবোঝাই বাসের, আহত বাস চালক সহ বেশ কয়েকজন যাত্রী

শিলিগুড়ি ঃ ট্রাকের পেছনে ধাক্কা যাত্রীবোঝাই বাসের।ঘটনায় আহত বাস চালক সহ বেশ কয়েকজন যাত্রী।বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের ডাঙাপাড়ায় ৩১নং জাতীয় সড়কে।
জানা গিয়েছে, এদিন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জাতীয় সড়কের পাশে দাড়িয়ে ছিল একটি চালবোঝাই ট্রাক।অন্যদিকে বিহার থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে আসছিল একটি যাত্রীবোঝাই বাস।ডাঙাপাড়া এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে।ঘটনায় বাস চালক সহ বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন।আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

গৃহপ্রবেশে রক্ত দান শিবির

আলিপুরদুয়ার ঃ গৃহ প্রবেশ করবেন আর সেই গৃহ প্রবেশ কে ঘিরেই অভিনব উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেল উত্তর মহাকালগুড়িতে।
স্থানীয় সমাজসেবী উদয় শঙ্কর নাথ বৃহস্পতিবার তার বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে গৃহপ্রবেশের পুজো শেষেই শুরু হয়েছে রক্তদান শিবির। সংগৃহীত রক্ত আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হবে। আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকের উত্তর মহাকাল গুড়িতে উদয় শঙ্কর নাথের বাড়িতে রক্তদান শিবির শুরু হয়েছে ।

রাজ্য সরকারের শস্য বীমা যোজনার রেজিস্ট্রেশন, লোকশিল্পীদের দিয়ে কৃষকদের সচেতন করতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন

মালদা ঃ রাজ্য সরকারের শস্যবীমা যোজনার রেজিস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে। জেলা জুড়ে কৃষকদের সচেতন করতে লোকশিল্পীদের দিয়ে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে সবুজ পতাকা দেখিয়ে সচেতনতামূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। জেলাশাসক জানান, কোনো কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যর ক্ষতি হলে চাষিভাইরা সরকারের তরফে ক্ষতিপূরণ পাবেন। গত বছর ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কৃষকভাইরা রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। এবছর আমরা ৪ লক্ষ রেজিস্ট্রেশন করানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি।

ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় মুখি করতে বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

আলিপুরদুয়ারঃ ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয় মুখি করতে ও বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযয়োজন করা হলো। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সারদানন্দ পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রথম বর্ষ প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযয়োজন করা হয়।এখানে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা তারা নাচ গান আবৃত্তি মোকাভিনয় প্রভৃতি পরিবেশন করে।বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

একলাখি স্টেশনের বিভিন্ন পরিকাঠামো তদারকি করেন উত্তরপূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

মালদা ঃ মালদার গাজোল ব্লকের একলাখী রেল স্টেশন পরিদর্শন করলেন উত্তরপূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। বৃহস্পতিবার দুপুরে একলাখি স্টেশনের বিভিন্ন পরিকাঠামো তদারকি করেন উত্তরপূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলের পদস্থ কর্তারা। আগামী দিনে একলাখী স্টেশনকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনার নেওয়ার কথা জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব।
এদিন একলাখি রেলস্টেশনটি পরিদর্শন করার পর উত্তর পূর্ব রেলওয়ে জেনেরাল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রী বাস্তব জানিয়েছেন , এই রেলস্টেশনে নতুন করে ফুটব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি এই রেল স্টেশনে একটি লিফট্ বসানো হবে। দাঁড়াও এদিন ওই রেল স্টেশনে কর্মরত স্টেশন ম্যানেজার ও রেল কর্মীদের কাছে বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন উত্তর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার।

শিলিগুড়িতে নপুংসকদের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আয়োজনে কলশ যাত্রা

শিলিগুড়ি ঃ বৃহন্নলাদের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল কলস যাত্রা। আজ সেই কলসযাত্রায় যোগ দিল বিভিন্ন রাজ্য এমনকি বাংলাদেশ থেকে আগত বৃহন্নলারা। এদিন তাদের এই কলস যাত্রা শিলিগুড়ির মহাত্মাগান্ধী চক থেকে শুরু করে হাশমি চক হয়ে শিলিগুড়ির রাজপথ পরিক্রমা করে। মাঝে বিধানরোডের এক মন্দিরে ঘঃটা বাঁধেন। তারা। ১৫ নভেম্বরে সেই সম্মেলন শুরু হয়েছে। চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত।

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল

শিলিগুড়ি ঃ অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মূলত জনবিরোধী স্মার্ট মিটার লাগানো চলবে না ফিক্স ও মিনিমাম চার্জ বাড়িয়ে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রত্যাহার এরিয়ার আদার্সের নামে ভুল পথে অন্যায় ভাবে গ্রাহকদের কাছ থেকে বাড়তি রাম আদায়ের প্রতিবাদে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদ মিছিল টি শিলিগুড়ি র বাঘাযতীন পার্ক এর সামনে থেকে শুরু হয়ে মিলকার রোডের ঘুরে হাস্মিচকে এসে পথ অবরোধ করে তারা। পাশাপাশি গ্রাহকদের টাকা লুট করার ষড়যন্ত্র মাঠ মিটারের কুশ পুতুল দাহ করা হয়।

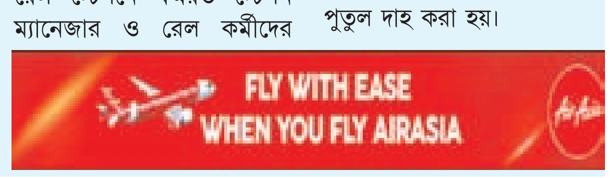

কেন্দ্রীয় সরকারের পুরনো পেনশনের দাবিতে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন ফেডারেশন তথা এন.এফ রেলের মজদুর ইউনিয়নের সমর্থন সংগ্রহে কর্মসূচি

মালদা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পুরনো পেনশনের দাবিতে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন ফেডারেশন তথা এন.এফ রেলের মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ব্যালটের মাধ্যমে সমস্ত কর্মীদের সমর্থন সংগ্রহের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। সারা দেশের পাশাপাশি মালদাতেও ২১,২২ এবং ২৩ নভেম্বর এই তিন দিন ধরে ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে পুরনো পেনশন প্রক্রিয়া চালু রাখার দাবি জানিয়ে সমর্থন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বৃহস্পতিবার এন.এফ. রেলের মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও মালদা টাউন স্টেশনের ডিজেল সেডে এই ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে পুরনো পেনশনের দাবি জানিয়ে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য রেলওয়ে মন্ত্রক পুরনো পেনশন প্রথা বন্ধ করে নতুন পেনশন স্কিম চালু করেছে। সেটির প্রতিবাদ জানিয়ে পুরোনো পেনশন চালু করার দাবিতেই এভাবে গোটা দেশজুড়ে রেল কর্মীদের সমর্থন গ্রহণ করা হচ্ছে।

পন্ডিত তন্ময় বোসের তত্ত্বাবধানে সরকারি উদ্যোগে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জলপাইগুড়ি ঃ তিনদিনের এই কর্মশালার আযয়োজন করা হয়েছে জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবনে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির উদ্যোগে এই কর্মশালার আযয়োজন বলে জানান জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক জয়ন্তকুমার মল্লিক। এই কর্মশালার মাধ্যমে নবীন প্রতিভাদের খুঁজে বের করাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির মূল লক্ষ্য। পন্ডিত তন্ময় বোস বলেন, জলপাইগুড়ি বরাবরই সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত। অনেক শিল্পী ও নাট্য ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে এই শহর। তাই প্রতিভার কোনও অভাব নেই এখানে। অভিভাবকরা উৎসাহ দিলে আগামীদিনে তারা আরও ভালো কিছু করে দেখাতে পারবে বলে মনে করেন তিনি। এধরনের কর্মশালার আযয়োজনে খুব খুশি অভিভাবকরা।

জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় হাতির পাল

জলপাইগুড়ি ঃ সাতসকালে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় হাতির পাল। ঘটনাস্থলে বনদপ্তর। খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এবার তিস্তা নদীর চরে চলে এলো বুনোহাতির দল। বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় কুড়িটি হাতির দল চলে আসে তিস্তার রেলসেতুর পাশে। জঙ্গল ছেড়ে নদীর চর এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হাতিগুলো। মনে করা হচ্ছে জলপাইগুড়ি বৈকঃঠপুর ফরেস্ট থেকে সদর ব্লকের রংধামালি, চাত্রারপাড় পেরিয়ে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠেঙ্গিপাড়া, ছোট চৌধুরিপাড়া এলাকা হয়ে হাতির দলটি ভোরের দিকে চলে এসেছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। বিশাল হাতির দলে রয়েছে কয়েকটি শাবকও। তিস্তার চর সংলগ্ন এলাকায় হাতির দল ঢুকে পড়ায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বুনো হাতিদের দেখার জন্য অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে যায় তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বন বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকরা। মানুষকে সাবধান করেছেন তারা।

বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে রাতভর গণ অবস্থান করা হয় জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ বকেয়া ৪০ মহার্ঘভাতা প্রদান, স্বচ্ছতার সাথে সমস্ত শূন্যপদে নিযয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে রাতভর গণ অবস্থান করা হয় জলপাইগুড়িতে। চুক্তিভিত্তিকদের নিয়মিতকরণ ও বেতন বৃদ্ধি, নয়া পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরাতন পেনশন ব্যবস্থা লাগু করা, জাতীয় শিক্ষা নীতি বাতিল, রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। এই দাবিগুলো নিয়ে পরিবার পরিজন সহ রাতভর গণঅবস্থান করেন তারা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা পর্যন্ত চলে অবস্থান। উপস্থিত ছিলেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক মনোজিৎ দাস। বাবুপাড়া কর্মচারী ভবনের সামনে সংগঠিত হয় এই গণ অবস্থান কর্মসূচি। ত্বক এর দাবিতে আন্দোলনকারীরা কলকাতার রাজপথে অবস্থান আন্দোলনের হুমকি দেন।

সারের কালোবাজারি রুখতে এবার আন্দোলনে নামল সংগ্রামী কৃষক ঐক্যমঞ্চ

জলপাইগুড়ি। সারের কালোবাজারি রুখতে এবার আঃেদালনে নামল সংগ্রামী কৃষক ঐক্যমঞ্চ। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে আসেন তারা। আঃেদালনকারীদের আটকাতে বিশাল পুলিশ বাহিনীর ব্যারিকেড দেওয়া হয়। সেখানে জমায়েত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কৃষকরা। সারের কালোবাজারি বন্ধ ছাড়াও ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের ফসলের দাম দেওয়ার দাবি তোলা হয়। এছাড়া আরও বিভিন্ন দাবি নিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বলে জানান কৃষক নেতা সুরেশচন্দ্র রায়। তিনি বলেন, সারের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল ও বিদ্যুৎ সস্তায় কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে। বিদ্যুৎ বিল ২০২২ বাতিল করতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে স্মার্ট মিটার চালু করা যাবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। এছাড়া প্রান্তিক চা চাষীদের সুবিধার্থে কাঁচা চা পাতার সরকারি সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে বলে দাবি করেন তারা। এই দাবিগুলো নিয়ে জেলাশাসকের স্মারকলিপি তুলে দেন আন্দোলনকারীরা।

যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দুই যুবক

শিলিগুড়ি ঃ যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দুই যুবক।নকশালবাড়ির অর্ড চা বাগানের ঘটনা। ধৃতদের নাম নিতেন ওরাঁও ও সুমেশ সাউরিয়া।ধৃতরা নকশালবাড়ির বেলগাছি এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, বুধবার সন্ধ্যায় যুবতীকে ফোন করে চা বাগানের নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে যুবতীকে গণধর্ষণ করে অভিযুক্ত দুই যুবক। সুযোগ বুঝে যুবতী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।রাতেই যুবতীর পরিবারের সদস্যরা নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।তদন্তে নেমে রাতেই নকশালবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

টাকার অভাবে নেশা করতে না পেরে নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল যুবক

জলপাইগুড়ি ঃ নিজের বাড়িতে নিজেই আগুন লাগিয়ে দিল এক যুবক । জানা গেছে বুধবার বিকাল ৪ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে । এলাকাবাসীর অনুমান নেশা করার টাকা না পেয়ে বাড়িতে থাকা নথিপত্র একত্রিত করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। তবে কি কারণে আগুন লাগালো ওই যুবক এখনো স্পষ্ট নয় । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের বালাসন এলাকায়। যুবকের বাবা বিভাষ পাল অসুস্থ থাকায় জলপাইগুড়ি নার্সিংহোমে ভর্তি। বাবা অসুস্থ থাকার কারণে যুবকের মাও সেখানে রয়েছেন । বাড়িতে ছিলেন দুই বোন সুস্মিতা ও সুপ্রিয়া । ঘটনা সূত্রে জানা গেছে দুই বোনের কাছে যুবক সন্দ্বীপ পাল টাকা চাইলে টাকা না পাওয়ায় তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় । এর পর ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র বের করে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় । অল্পের জন্য রক্ষা পায় দুই বোন । দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে । ঘটনাস্থলে ময়নাগুড়ি থানা পুলিশ আসলে পুরো ঘটনা জানানোর পর দাদাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন । পরবর্তীতে যুবককে থানায় নিয়ে যায়। বোন জানায় বাবা মা বাড়িতে নেই যুবক বাড়িতে থাকলে হয়তো আরও কোন অঘটন ঘটাতে পারে । এ নিয়ে এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন।

পরিবর্তনের স্লোগান তোলা প্রতারণা ঃ ভাইচুং ভুটিয়া

সিকিম ঃ সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট পার্টিতে যোগদানকারী ভাইচুং ভুটিয়া সিকিমের জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বলেছেন যে ২০১৯ সালের নির্বাচনে পবন চামলিং এর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে পরিবর্তন ঘোষণা করা একটি ভুল ছিল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ সিকিমের বারফুং সম্প্রদায়ের অধীনে রাভাংলা বাজারে আযয়োজিত এসডিএফ পার্টির যৌথ কর্মসূচিতে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন যে আমরা এমন একটি পরিবর্তন এনেছি যা সিকিমকে ধ্বংস করবে। তিনি ফুটবল বিশ্ব থেকে ১৬ বছর ধরে দেশের সেবা করেছেন উল্লেখ করে, ভুটিয়া আবুসো বুরফুং সম্প্রদায়ের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। ভুটিয়া এসকেএম সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন এবং অভিযোগ করেন যে বর্তমান সরকার সিকিমের অস্তিত্ব ও চরিত্র ধ্বংস করছে। এসকেএম সরকার সিকিমকে পাঁচ বছরে দশপনেরো বছর পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে তিনি বলেছিলেন যে ২০২৪ সালে এসডিএফ দলকে ক্ষমতায় আনতে হবে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সিকিমের একজন অভিজ্ঞ নেতার প্রযয়োজন এবং দাবি করেছিলেন যে শুধুমাত্র পবন চামলিং এর নেতৃত্বে একটি দলই সিকিমের জনগণের অধিকার রক্ষা করতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে আসন্ন ২০২৪ সালের নির্বাচন সিকিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ২০২৬ সালে সীমানা নির্ধারণ করা হবে। ২০২৪ সালে এসকেএম দলকে সরকারে আনা হলে রাজার আমলের আইন লঙ্ঘন করা হবে। ক্ষক্ষ সরকারের ক্ষমতায় আসা ভোটিয়া রাভাংলাকে একটি পর্যটন অঞ্চল হিসাবে পুনঃবিকাশ করার, রাভাং এ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা, রাস্তা নির্মাণ এবং বারফুং এর যুবকদের জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য ক্রীড়া জগতের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

ট্রেন আসার আগে লেবেল ক্রসিং এ হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ল গেট। বরাতজোড়ে বাঁচলেন পথচারীরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ ট্রেন আসার আগে লেবেল ক্রসিং এ হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ল গেট। বরাতজোড়ে বাঁচলেন পথচারীরা। রায়গঞ্জ শহরের পৌর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রায়গঞ্জ স্টেশন লাগোয়া লেবেল ক্রসিং এর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো বৃহস্পতিবার। তবে এই নতুন নয়, এর আগেও একাধিকবার রেল গেট ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। বারংবার এই ঘটনায়ে কোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। এই ঘটনার জেরে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়, আটকে যায় বহু, যাত্রীবাহী বাস, গাড়ি, মোটর বাইক ও অন্যান্ন যানবাহন। এই সমস্যা সমাধানের দাবী জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

অভিনব কায়দায় শাল কাঠ পাচারের চেষ্টা গ্রেফতার এক পাচারকারী

শিলিগুড়ি ঃ তুষের বস্তার আড়ালে শাল কাঠ পাচারের চেষ্টা। প্রায় ৩ লক্ষ টাকার শাল কাঠ উদ্ধার করলো আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে আমবাড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার আলমগীর হকের নেতৃত্বে শিলিগুড়িজলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি মোড়ে অভিযান চালিয়ে একটি কাঠ বোঝাই লরি আটক করে বনকর্মীরা। ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত শিলিগুড়ির স্থায়ী বাসিন্দা বলে জানা যায় । বনদফতর সূত্রে খবর, গোপন সূত্র মারফত খবর আসলে অভিযান চালিয়ে লরিটিকে আটক করা হয়। তুষের বস্তার আড়ালে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার কাঠ পাচার করা হচ্ছিল। ধৃতকে জেরা করে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি হয়ে বিধাননগর দিয়ে বিহারের উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো শাল কাঠ ।ধৃতকে আজকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়।

বেহাল রাস্তার জন্য খাটিয়া করে নিয়ে যাওয়ার সময় রোগীর মৃত্যু, অন্যদিকে মন্ত্রীর গড়ে ঝাঁ চকচকে রাস্তার উপর আবার ঢালাই, একই জেলায় দুই চিত্র

মালদা ঃ মালদার বামনগোলা ব্লকের মালডাঙ্গা এলাকায় খাটিয়া করে মুমূর্ষু রোগীকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই মৃত্যু হয়। সেই স্মৃতি এখনো দগদগে। শাসক বিরোধী তরজা, রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের ঝড়। বেহাল রাস্তার জন্য গ্রামে ঢুকেনি অ্যাম্বুলেন্স কিংবা টোটো। তার কারণেই মামনি রায় নামে ওই যুবতীকে খাটিয়া করে নিয়ে ছুটতে হয়েছিল পরিবারের সদস্যদের। কিন্তু একই জেলায় চিত্র উল্টো। রাস্তা চকচকে। রাস্তার দুই সাইডে সাদা বর্ডার প্রায় ধবধব করছে। সেই রাস্তাকেই করা হচ্ছে ঢালাই। ঝা চকচকে রাস্তার ওপর খোয়া এবং পিচের আস্তরণ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে রাস্তা। ঘটনা মালদার মোথাবাড়ির। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের যা বিধানসভা কেন্দ্র। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় বাসিন্দা এবং টোটো চালকদের বক্তব্য মোথাবাড়ি থেকে উত্তর লক্ষীপুর যাওয়ার এই রাস্তা ভালোই ছিল। আরো ভালো করা হচ্ছে। তবে জায়গা জায়গা চলাচলের অযোগ্য ছিল। গ্রামবাসী এবং চালকরা বললেও যদিও আমাদের ক্যামেরায় চলাচলের অযোগ্য সেই রাস্তার ছবি ধরা পড়েনি। এই বিষয়ে স্থানীয় কংগ্রেস সদস্য তথা উত্তর লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা আবু সুফিয়ান জানান, মোথাবাড়ি থেকে উত্তর লক্ষীপুর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এই রাস্তা রিপিয়ারিং করলেও চলত। তবে রাজ্য সরকার যে কাজটি করছে তা মেনে নিতে হবে। তার পাশাপাশি তিনি রাস্তা তৈরীর নাম করে টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে সেটারও অভিযোগ তুলেন। অন্যদিকে এই বিষয়ে উত্তর লক্ষীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেনাউল হক জানান, এই রাস্তার প্রযয়োজন ছিল তাই হচ্ছে। চারপাঁচটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষজন এই রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করে। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মালদা জেলার মুখপাত্র আশিষ কুন্ডু জানান, কোথায় রাস্তা উপর রাস্তা হচ্ছে এই ব্যাপার গুলো ব্লক আধিকারিক ভালো বলতে পারবেন। তারা নিশ্চয়ই মনে করেছেন সেখানে রাস্তা হওয়া দরকার তাই রাস্তা হচ্ছে। এখানে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ জানান, পশ্চিমবঙ্গের সরকার জনকল্যাণের জন্য নয়। নেতা মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য লুটেপুটে খাচ্ছে। সরকারি টাকা অপচয় করা হচ্ছে। গ্রামগঞ্জের বহু রাস্তা আছে যেখানে মানুষ চলাচল করতে পারে না। কিন্তু তাদের কাছে সেটা বড় ব্যাপার নেই। ভোট ব্যাংকের রাজনীতি যাতে বজায় থাকে তার জন্য এসব করে যাচ্ছে তারা। তবে যদিও এবিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি রাজ্যের মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন।

পুলিশ পরিচয় দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

মালদা ঃ ফের পুলিশ পরিচয় দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক নটা নাগাদ মালদা শহরের কুটটি তোলা এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই মহিলার নাম গায়ত্রী সরকার বয়স আনুমানিক ৬০ বছর বাড়ি মালদা শহরের মহেশমাটি এলাকায়।আজ সকালে ওই মহিলা মালদা শহরের কালিতলা এলাকা থেকে একটি টোটোতে করে নিজের বাড়ি মহেশ মাটি ফেলছিলেন । সেই সময় মোটরবাইকে করে কুট্টি টোলা এলাকায় ওই দুই যুবক আসে এবং টোটো টিকে থামিয়ে মহিলাকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে মহিলার হাতের সোনার অলংকার ও গলার অলংকার খুলতে বলে। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু খুলে দেয় নিরাপত্তার জন্য। পরে আরেকজন যুবক ওই দুই যুবকের সাথে যোগ দেয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জলপাইগুড়ির ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ জনের

জলপাইগুড়ি ঃ আচমকা পাঠ বোঝাই লরি দুর্ঘটনার জেরে প্রাণ গেল দুই জনের। বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ধুপগুড়ি ময়নাগুড়ি ৩১নং জাতীয় সড়কের হুসলুডাঙ্গা টোল গেট সংলগ্ন ধারাইকুড়ি এলাকায় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির নিচে চাপা পড়ে যায় বেশ কয়েকজন। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক ২, ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা। তারা ঘটনাস্থলে এসে দ্রুততার সাথে উদ্ধার কাজ শুরু করলে দুজনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই দুর্ঘটনার জেরে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। দুই জনেই ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দার। একজন ঝাল মুড়ি বিক্রেতার মৃত্যু হয়। নাম বিষ্ণু ব্যাপারী (৩০), অপর একজন মনা বালা (৪৫)। এই ঘটনার জেরে ধুপগুড়ি ময়নাগুড়ি ৩১ নং জাতীয় সড়ক কয়েক ঘন্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এই দুর্ঘটনার জেরে সাময়িক উত্তেজনা শুরু হয়। দমকল কেন্দ্রের গাড়িটি ঘটনাস্থলে আসলে উত্তেজিত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে দমকলের গাড়িটির পিছন দিকে বেশ কয়েকজন উঠে গিয়ে গাড়ির পিছন দিকের অংশটি ভেঙে ফেলেন।

রত্না ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

শিলিগুড়ি ঃ ২৭ নভেম্বর রত্না ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে প্রয়াত রত্না ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় বর্ষ প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে রত্না ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শামা রহমান।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি জানান শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, প্রতিবছরই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। ২৭শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় প্রারম্ভিক সংগীত হবে এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন। এরপর বাংলাদেশের সংগীতশিল্পী শাহা রহমানের গলায় রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন হবে।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গৌরীহাট সংলগ্ন করলা নদী থেকে বেআইনি ভাবে নদী থেকে বালি উত্তোলন

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গৌরীহাট সংলগ্ন করলা নদী থেকে এভাবেই দিনের পর দিন বেআইনি বালি পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ। চিন্তায় বাসিন্দারা। বুধবার সাত সকালে বেআইনি ভাবে বালি পাচার হওয়ার দৃশ্য উঠে এসেছে আমাদের ক্যামেরায়। নেই গাড়ির সঠিক কাগজ, নেই বালি উত্তোলনের বৈধ পারমিশন। মালিকের কথা চলছে এধরনের বেআইনি কাজ। মালিকের নাম পরিচয় জানতে চাওয়া হলে চালক জানান, শাসক দলের নেতা এই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ।

জয়েনন্তিকা চা বাগানের বাঁশলাইনথেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার!

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জয়েনন্তিকা চা বাগানের বাঁশলাইন এলাকা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সারেন এক্কা(৩৬)। পেশায় চা বাগানের শ্রমিক। সে ওই এলাকারই বাসিন্দা। পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে ঘটনাটি ঘটে।এরপর এদিন সকালে যখন পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফেরেন তখন ঘরের মধ্যে ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এই দেখে তরীঘরী পরিবারের সদস্যদরা যুবকে উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েদেয়।

চওড়া হচ্ছে বর্ধমান রোডের দুইপাশ। ৮ মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলা হবে

শিলিগুড়ি ঃ বর্ধমান রোডে নতুন উড়ালপুলের কাছ থেকে তিনবাত্তি মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুইপাশ চওড়া হচ্ছে। শহরে যেভাবে যান চলাচলের সংখ্যা বাড়ছে তার জন্য ট্রাফিক যানজট দূর করতে রাস্তা বড় করার কাজ শুরু হয়েছে। জলপাইমোড়ের কাছে রাস্তা বড় করার কাজ শুরু করেছে পিডব্লিউডি। বুধবার রাস্তার কাজ দেখতে সেখানে যান মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। আশপাশের এলাকাও পরিদর্শন করেন তাঁরা। প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচে রাস্তা চওড়া করা হবে। দুদিকে ১২ ফুট করে রাস্তা বড় হবে বলে জানান মেয়র। পেভার ব্লক দিয়ে রাস্তা হবে। এদিকে জলপাইমোড়ের কাছে বাজারের বেশকিছু দোকান রাস্তার উপরে রয়েছে। সেই দোকানগুলিকেও সরানো হবে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও আলোচনায় বসা হবে বলে জানান মেয়র। এছাড়াও ৭ কোটি টাকায় এসএফ রোডও চওড়া হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখী হয়ে পুরনিগম কি কি কাজ করেছে তা জানান মেয়র ও মেয়র পারিষদ

শিলিগুড়ি ঃ চলতি বছরের ছটপুজো সুষ্ঠসভা সম্পন্ন করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার এই বিষয় নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও জঞ্জাল অপসারন বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখী হয়ে পুরনিগম কি কি কাজ করেছে তা জানান মেয়র ও মেয়র পারিষদ। মানিক দে বলেন পুরনিগম এলাকায় মোট ১৩২টি ঘাট রয়েছে। সেই ঘাটগুলি সাফাই, বালির বস্তা বসানো সহ একাধিক কাজ করেছে পুরনিগম। শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবছরের ছট পুজো।

ঘুম থেকে উঠলে বাইসনের আতঙ্ক হয়, সন্ধ্যা হলে হাতির ভয়

আলিপুরদুয়ার ঃ আজকাল আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষ দিনরাত বন্য পশুর আতঙ্কে কাটাচ্ছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠলে বাইসনের ভয়ে জেগে ওঠে এবং সন্ধ্যায় হাতির ভয়।সকাল সকাল বাইসনের তাণ্ডব ফালাকাটা শহরে, বুধবার সকালে ফালাকাটার রাইচেঙ্গা এলাকায় চারটি বাইসন তাণ্ডব চালায়, তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকাবাসীরা, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফালাকাটা থানার পুলিশ ও বনকর্মীরা । এরপর বাইশনগুলো ওখান থেকে তান্ডব চালিয়ে অন্যত্র চলে যায় ।।

রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় ধৃত বাকিবুর রহমানের আজ বুধবার ইডির বিশেষ আদালতে পেশ করা হয়। এদিন

কলকাতা ঃ বাকিবুর রহমানের আইনজীবী - তরফে কোন জামিনের আবেদন করা হয়নি। এদিন ইডির আইনজীবীর - তরফে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের জন্য আবেদন জানানো হয়।

এদিন ইডির আইনজীবী - জানান,Block extensions অফিসার এবং Inspector of co operative society , Purchase officer north 24 pargana,WBECS, district manager marketing federation Ltd এর ভূমিকা নিয়ে তদন্ত চলছে। বাকিবুরের লোকজনই সম্পূর্ণ বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করতো। তারা আসল চাষীদের নাম করে টাকা তুলতেন । এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা আড়ালে থাকতো। এই নিয়ে তদন্ত চলছে। দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পর নগর দায়রা আদালতের নির্দেশে রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় ধৃত বাকিবুর রহমানের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

রবীন্দ্র সরোবরে মেট্রোতে ঝাঁপ, বন্ধ আপডাউন পরিষেবা

কলকাতা ঃ সাত সকালে মেট্রোয় দুর্ভোগ নিত্যযাত্রীদের। আপডাউন দুই লাইনেই মেট্রো চলাচল সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, রবীন্দ্র সরোবর ও মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মাঝে আত্মহত্যা চেষ্টা এক ব্যক্তি। মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী করার চেষ্টা । নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি সেই ব্যক্তিকে এম আর ভাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । এদিকে এই ঘটনার জেরে আপাতত আপ ও ডাউন উভয় লাইনেই মেট্রো চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। রবীন্দ্র সদন স্টেশন থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত আপাতত কোনও পরিষেবা চলছে না। দমদম থেকে কোনও মেট্রো পাওয়া যাচ্ছে না বলে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। অফিস টাইমে মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা।

বুধবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃ ভ্রমণে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা ঃ সৌরভ কে চিনতে মমতা ব্যানার্জির এতো বছর লাগল? নাকি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর? ত্রিপুরা সরকার তাকে আগে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করে দিয়েছে। উনি বাংলার ক্রিকেটের জন্য এতো করেছেন। তাকে চিনতে ওনার এতো বছর লেগে গেল? আমার মনে হয় শাহরুখের এখন বাজার নেই। তাই সৌরভের হাত ধরে বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা।

মাদ্রিদে আনুগত্যের পুরস্কার পেলেন সৌরভ?

কেউ নতুন কথা কিছু বলেনি। উনিও আগে যা বলতেন তাইই বলেছেন। সৌরভও তাই। তাজপুর বন্দরের একটা পাথর ও গাঁথা হয়নি। কে করবে? কত টাকার প্রোজেক্ট কেউ জানেনা। দেউচা পাঁচামির কথা বলেছেন। এক কোদাল মাটিও খোঁড়া হয়নি। আদৌ ওর ভিতর কয়লা আছে কিনা কেউ জানে না। কোন কোম্পানি করবে? কোনো টেন্ডার হয়নি। উনি এই গল্প শুনিয়ে যাচ্ছেন। সবটাই ভবিষ্যতের গর্ভে আছে। উনি ক্ষমতায় থাকাকালীন এগুলো কিছুই হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সৌরভ যা বলেছেন, সেটাও আকাশে আছে। আগে বিনিযোগে হোক। খালি প্রচার করে কোনো লাভ নেই।

বাণিজ্য সম্মেলনে অনুপস্থিত আদানি এবং হীরানন্দানি। আদানির থেকে তাজপুর বন্দরের বরাত কেড়ে নেওয়া হল আদানি নিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার মাটির ফিট সার্টিফিকেট আসেনি। আদৌ বন্দর করা যাবে কিনা, তাইই বোঝা যাচ্ছে না। জলে কে টাকা ফেলতে চায়। ওনার থেকে কেড়ে নিলেন। দেবেন কাকে? সবই তো গভীর জলে পড়ে আছে।

বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনেই বাজিমাত?

আম্বানি বুঝে গেছেন দিদির কাছে বড় বড় কথা বললে দিদি খুশি। নাহলে বাকি যে ব্যবসা গুলো চলছে, ওগুলো চলতে দেবেন না। গত ১০ বছর ধরে দেখুন, বাণিজ্য সম্মেলনে এই একই লোকেরা আসেন। গল্প করেন। একই আশ্বাস দেন। দিদিমণি এতবার বিদেশ সফর করেছেন। কত টাকা এসেছে? বিদেশ সফর ও সামিট করতে যা খরচ, তত টাকার বিনিযোগেও হয়নি। এই একই গল্প। একই ফটো। আস্তে আস্তে এই লোক গুলোর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কেউ আর বিশ্বাস করে আসেনা। শিল্প সহায়ক পরিবেশ নেই। আইন শৃঙ্খলা ঠিক নেই। জমির ব্যাবস্থা নেই। অন্যান্য হাজার সমস্যা। এখানে কেউ শিল্প করবে না। যেগুলো আছে, সেগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য তেল মারছেন।

ভাটপাড়ায় অর্জুন সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বিকি যাদব গুলিবিদ্ধ

বারাকপুর এলাকায় শ্যুট আউট নতুন নয়। এর আগে অর্জুন ঘনিষ্ঠ এক কাউন্সিলর কে হত্যা করা হয়েছে। ওখানে খুন বোমা বন্দুকের আওয়াজ চলছে। শিল্প শেষ, কিন্তু শিল্পাঞ্চলে হত্যা শেষ হচ্ছে না। জানিনা এর জন্য অর্জুন সিং কি করছে, রাজ্য সরকার কি করছে। বারাকপুর থেকেই এটা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কি সত্যিই অসুস্থ?

এস এস কে এম একটা ঘুঘুর বাসা। সব নেতা ওখানে যেতে চান। ওখানে রিপোর্ট তৈরি করা হয়। রাজ্য সরকারের মন মোতাবেক সব কিছু হয়। প্রথম থেকেই সবাই ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। জানিনা কোর্ট কেনো অনুমতি দিচ্ছে। ইডি সিবিআই আটকানোর চেষ্টা করে হয়তো সফল হয়নি। ওখানে গিয়ে ওরা একটা মৃত সঞ্জীবনী পায়। হয় বেল হবে, নাহলে সুস্থ হবেন। অসুস্থ কেউ নয়। আরাম করার ভালো ব্যাবস্থা।

বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার পরিবর্তে বিধায়ক নুরুল হুদাকে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করার পর কংগ্রেসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

নুরুল হুদা ভালো ব্যক্তি, ঝগড়া নয় এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেসে মারপিট হলে এক্ষেত্রে নাক গলানো যাবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসম বিধানসভার পাবলিক একাউন্ট কমিটির অধ্যক্ষ হিসাবে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার পরিবর্তে কংগ্রেসের বিধায়ক নুরুল হুদাকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। তবে বিধানসভার অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের পরেই কংগ্রেসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পাবলিক একাউন্ট কমিটির অধ্যক্ষ হিসেবে নিজের দলের সদস্য নুরুল হুদার বিরোধিতা করছেন একাংশ কংগ্রেস নেতা। তবে এটা কেন হলো সেটা একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন দেবব্রত শইকীয়া। নুরুল হুদাকে ভালো ব্যক্তি বলে আখ্যা দিয়ে ঝগড়া নয় বরং এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেসে মারপিট হলে তখনই নাক গলানো যাবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাধারণত বিধানসভার বিরোধী দলপতিকে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এটাই নিয়ম। তবে এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। পশ্চিমবঙ্গসহ একাংশ রাজ্যে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। একইভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী দলপতিরাই পাবলিক একাউন্ট কমিটির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে ব্যতিক্রমী ধারা অব্যাহত রেখে অসম বিধানসভার পাবলিক একাউন্ট কমিটির অধ্যক্ষ হিসাবে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার পরিবর্তে কংগ্রেসের বিধায়ক নুরুল হুদাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরপরেই বিরোধী দলটিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। পাবলিক একাউন্ট কমিটির অধ্যক্ষ হিসেবে নিজের দলের সদস্য নুরুল হুদার বিরোধিতা করছেন কংগ্রেস নেতা তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ এবং ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। এমনকি এই কমিটির অধ্যক্ষ পদ যাতে বিধায়ক নুরুল হুদাকে দেওয়া না হয় সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিকে পত্র প্রেরণ করেছেন কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ এবং বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। সেই চিঠিতে নুরুল হুদাকে জুনিয়র এমএলএ বলে উল্লেখ করা রয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন এটা বিধানসভার এক হাই লেভেল কমিটি। ফলে বিরোধী দলপতি এই কমিটির চেয়ারম্যান হন। এই ব্যবস্থা বহুদিন থেকে বজায় রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যে এই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু অসম বিধানসভায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। বিরোধী দলপতির পরিবর্তে নুরুল হুদার নাম পাবলিক অ্যাকাউন্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেহেতু বিরোধি দলপতির নাম রয়েছে এরপরেও কেন অন্য একজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে বিধানসভার অধ্যক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এরপরও সেটা করা হয়নি। বিরোধী দলপতি এই কমিটির চেয়ারম্যান হলে তিনি সরকারকে পাবলিক অ্যাকাউঃট সম্পর্কে প্রযোজনীয় প্রশ্ন করতে পারবেন। ভালো করে বিষয়টিকে ধরতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ। অসম বিধানসভার পাবলিক একাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের নাম ঘিরে কংগ্রেসে বাকবিতণ্ডা অব্যাহত থাকার মধ্যে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদা একজন ভালো ব্যক্তি। তিনি বিধানসভায় খুব ভালো কথা বলতে পারেন। তাছাড়া তার নেতৃত্বও রয়েছে। এক্ষেত্রে বিধানসভার অধ্যক্ষ তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এটা নিয়ে হুলুস্থুল করার কি প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি উল্টো জিজ্ঞেস করেন এ বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা মারপিট হয়েছে কিনা। তবে যেহেতু এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেসে শুধুমাত্র ঝগড়া হয়েছে ফলের ক্ষেত্রে নাক গলানোর প্রযোজন নেই। তবে এই সংক্রান্তে মারপিট হলে এক্ষেত্রে নাক গলাতে হবে বলে হাসিমুখে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে এই বিষয়ে নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এক্ষেত্রে দলীয় মঞ্চে আলোচনা হবে। এরপর এই সংক্রান্তে দলের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির অধ্যক্ষ হিসেবে অন্যান্য রাজ্যে বিরোধী দলপতিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে অসমে এই বিষয় নিয়ে ব্যতিক্রম কেন হল সেটা মুখ্যমন্ত্রী জানাতে পারবেন। উল্লেখ্য বিভিন্ন রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে বিরোধী দলপতিরা যে পাবলিক একাউন্ট কমিটির অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন সেটার তালিকা প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি।

এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ফের একজন গ্রেফতার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গতকাল হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে সাত ঘণ্টার থেকে বেশি সময় ধরে জেরা করেছিল এসআইটি। এর একদিন পর এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ফের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার সন্দেহে সহকারি নিযোগে অফিসার এসিএস রাকেশ দাসকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। গুয়াহাটি মহানগরের ছয়মাইলের বনগাঁও থেকে এই এসিএস অফিসারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এসআইটি। গ্রেপ্তার হওয়ার আগাম আভাস পেয়ে বেশ কয়েকদিন থেকে একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে পলাতক হিসেবে ছিলেন তিনি। তবে অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর এবার এসিএস রাকেশ দাসকে বর্তমান বশিষ্ট থানায় রেখে জেলা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য এর আগে যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি।

রাস্তার ধুলোয় অতিষ্ঠ হয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

কোচবিহার ঃ রাস্তার ধুলোয় অতিষ্ঠ হয়ে তুফানগঞ্জ শহরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নং ওয়ার্ড বাঁধের পাড় পানপট্টি মোর এলাকার ঘটনা। স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘদিন ধরে বাঁধের পারের রাস্তাটি খুবই বেহাল অবস্থা। বারংবার পৌরসভায় জানানোর পরেও মেলেনি সুরাহা প্রসঙ্গত রাস্তা ভাঙ্গা থাকায় যাতে ছট পুজো উপলক্ষে ছট ব্রতিদের জাতে অসুবিধা না হয় সে কারণেই পৌরসভার পক্ষ থেকে রাস্তায় গত ১৯ শে নভেম্বর মাটি ফেলে সমান করে দেওয়া হয়। আর এতেই ক্ষোভ বেড়ে যায় স্থানীয়দের মধ্যে। রাস্তার মাটি ফেলার জেরে বর্তমানে ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে গোটা এলাকা। তাই দ্রুত রাস্তায় জল দেওয়া সহ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এদিন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তুফানগঞ্জ তুফানগঞ্জ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন তার আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা এ বিষয়ে পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন ছট পূজা উপলক্ষে রাস্তায় মাটি ফেলা হয়েছিল যাতে ছট ব্রতীদের কোন অসুবিধা না হয়। রাস্তা তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে খুব শীঘ্রই এই রাস্তাটি নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

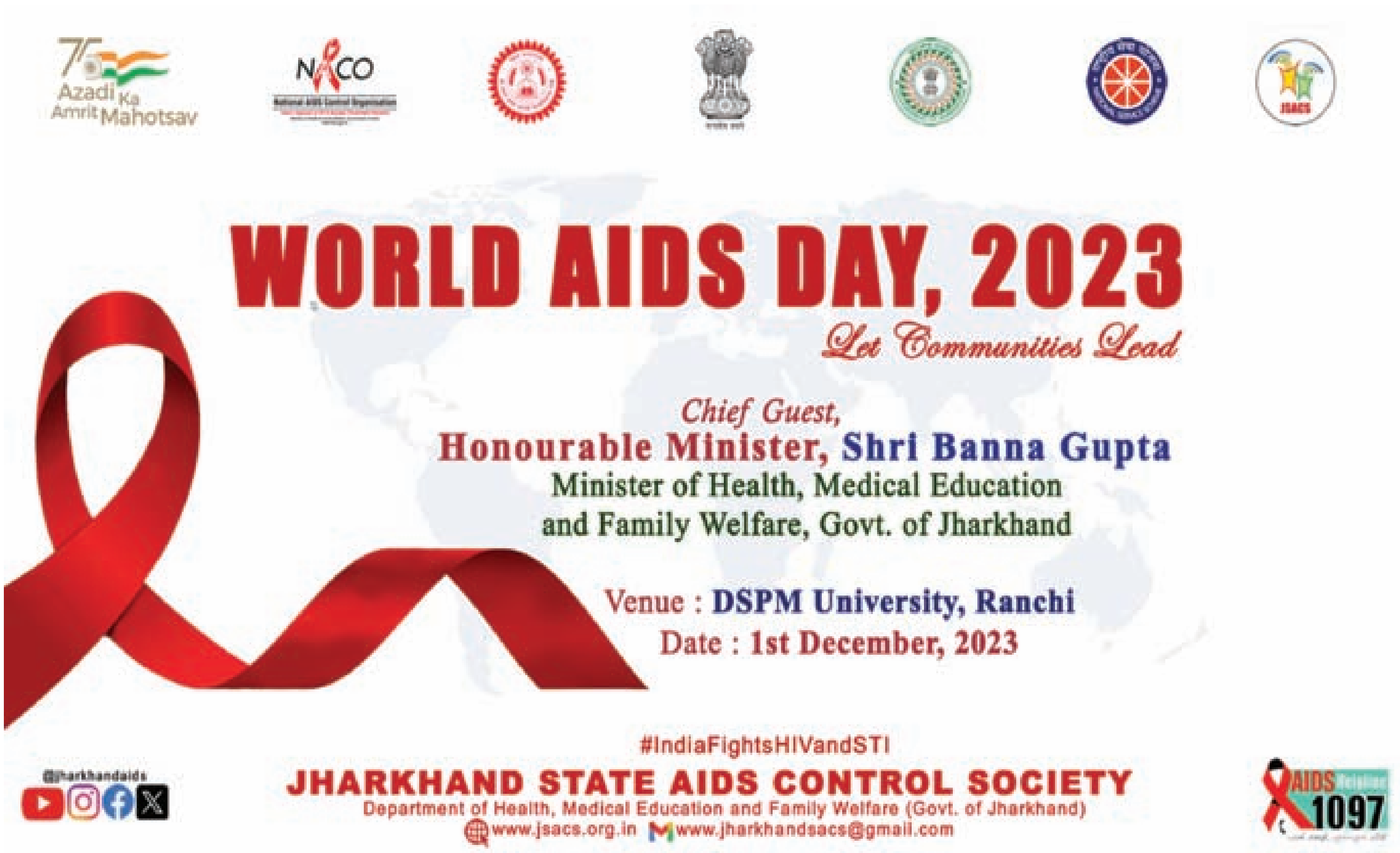

সম্পাদকীয়

ইতিহাস কীভাবে স্মরণে রাখবে কিসিঞ্জারকে?

বাংলায় যাকে 'শতবর্ষী' বলা হয়, সে রকম মানুষ সংখ্যায় এখনো নগণ্য। ৭৮৮ কোটি মানুষের বিশ্বে ৫৬ লাখের মতো হবেন। দেশগুলোর ভেতর যুক্তরাষ্ট্রে শতবর্ষী মানুষ বেশি, ৯০ হাজারের মতো। ৩৩ কোটি মানুষের দেশে ৯০ হাজারের একজন হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেই অর্থে হেনরি কিসিঞ্জারকে ভাগ্যবান বলতে হয়। গত মে মাসে কিসিঞ্জারের ১০০ বছর হলো। আমেরিকার কুলীন সমাজে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে এ উপলক্ষে। সেই উদ্‌যাপন ও উচ্ছ্বাসের রেশ এখনো শেষ হয়নি। এর ভেতর মৃদুস্বরে এ প্রশ্নও উঠেছে বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাস হেনরি কিসিঞ্জারকে কীভাবে মনে রাখবে? হেনরি কিসিঞ্জারকে নিয়ে আমেরিকার কি গর্ব করা উচিত? বিশেষ করে যখন তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ বহু দেশে বিস্তর অন্যায় ভূমিকার বিশ্বাসযোগ্য তথ্যউপাত্ত রয়েছে! কেবল বয়সের মানদণ্ডে নয়, অর্থবিত্তের হিসাবেও কিসিঞ্জার সৌভাগ্যবান রাজনীতিবিদ। একসময় জার্মানি থেকে শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসা এই ইহুদি ধর্মালম্বীর প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার সম্পদ রয়েছে এখন। একজন বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করলেও কিসিঞ্জারের খ্যাতি মূলত কূটনীতিবিদ হিসেবে।

১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাস তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এর ভেতর আবার ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেঃটের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী ছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ছিলেন বৈদেশিক গোয়েন্দা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। ২০০১ থেকে ২০২০, এই দুই দশক প্রতিরক্ষা নীতিবিষয়ক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এ রকম সব দায়িত্ব মিলে প্রায় ৫০ বছরের কূটনীতিক জীবন তাঁর। দারুণ এক কর্মবীর বলতে হয় কিসিঞ্জারকে। এখনো তিনি সক্রিয় কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েটের সভাপতি ছাড়া আরও কয়েক ডজন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা হিসেবে। তাঁর প্রাপ্তির তালিকা ঈর্ষণীয়। নোবেল শান্তি পুরস্কারের পাশাপাশি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক 'মেডেল অব ফ্রিডম' পেয়েছেন। জন্মগতভাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নন কিন্তু দেশটি তার সেরা সন্তানদের একজন বিবেচনা করে কিসিঞ্জারকে। কিন্তু এমন কি হতে পারে যে কিসিঞ্জারকে 'মেডেল অব ফ্রিডম' দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিব্রত হবে কোনো দিন? এ প্রশ্নও ভাবাচ্ছে কাউকে কাউকে। কারণ, দীর্ঘ জীবন ও বিপুল প্রাপ্তির পাশাপাশি কিসিঞ্জারকে নিয়ে বিতর্কও কম নয়। কিসিঞ্জারের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথাই ধরা যাক। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে বিতর্কিত ও নিন্দিত ঘোষণা। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে মিলে যে মানুষ ভিয়েতনামকে ধ্বংসে মেতে ছিলেন, তাঁকেই ১৯৭৩ সালে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হলো বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়ে। উত্তর ভিয়েতনামের লি ডাক থোর সঙ্গে মিলে কিসিঞ্জার এই পুরস্কার পান। এই 'শান্তি পুরস্কার' ঘোষণার পরও ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হতে দুই বছর লেগেছে। কিসিঞ্জারের জন্য এটা বিব্রতকর ছিল, যখন অপর পুরস্কার প্রাপক লি থো এটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীকালে নোবেল কমিটির পুরোনো দলিল অবমুক্তির পর দেখা যায়, কিসিঞ্জার নিজেও ব্যাপক সমালোচনার মুখে ১৯৭৫ সালের মে মাসে যুদ্ধ শেষে এই পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নোবেল কমিটি তাতে রাজি হয়নি। কিসিঞ্জারের কুখ্যাতি কেবল ভিয়েতনামকে ঘিরেই ছিল না। সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটান তিনি চিলিতে। ১৯৭৩ সালে সেখানকার জনপ্রিয় সালভাদর আলেন্দে সরকারকে উৎখাতে জেনারেলদের মদদ দিয়ে কিসিঞ্জার তাঁর কূটনীতিক জীবনকে প্রথম মোটা দাগে বিতর্কের মুখে ফেলেন। যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বার্থ' রক্ষা করতে গিয়ে সেখানে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়া হয়। আলেন্দে উৎখাতের আট দিন পর সিআইএ পরিচালকের সঙ্গে কিসিঞ্জারের টেলিফোন আলাপ থেকে ইতিমধ্যে এ বিষয়ে অনেক বিশ্বাসযোগ্য ইঙ্গিত বিশ্ববাসীর সামনে হাজির আছে। কেবল আলেন্দে নন, তাঁর কয়েক হাজার সমর্থককেও তখন হত্যা করে জেনারেল পিনেশোর বাহিনী। কিসিঞ্জার লাওস, কম্বোডিয়া এবং পূর্ব তিমুরবাসীর কাছেও নিন্দিত তাঁদের পূর্ব পুরুষদের রক্ত ঝরানোর জন্য।

মৃত্যুর গুহাগর্ভে পুনর্জন্ম জীবনের

ওদের যেন পুনর্জন্ম হল। জন্ম হল 'আরবার'। উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে আটকে থাকা একচল্লিশটি প্রাণ ষোলো দিন পরে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াল।নিঃশ্বাস নিল মুক্ত বাতাসে।স্পর্শ পেল প্রিয়জনের।উৎকঃঠার অবসান ঘটল দেশের একশো চল্লিশ কোটি মানুষের।

মাতৃগর্ভের নালিপথে নির্ধারিত সময় বন্দি থাকার পরে যেভাবে শিশু মুক্তি পায় ভূমিষ্ঠক্ষণে, দেখে পৃথিবীর 'প্রথম আলো' অনেকটা সেভাবেই মুক্ত করা হল উত্তরকাশীর পাহাড়গর্ভে ষোলোদিন আটকে থাকা একচল্লিশ জন শ্রমিককে। সিল্কিয়ারা বারকোট সুড়ঙ্গের আঁধার পেরিয়ে আলোয় ফেরা সম্ভব হল ওঁদের।

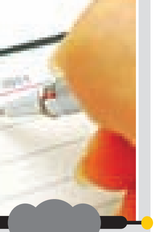

মধুছন্দা চক্রবর্তী
প্রাবন্ধিক

সম্ভব হল সেই সব মানুষদের জন্য, যাঁরা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতো গত ক'দিন ধরে দিনরাত এক করে কাজ করেছেন। ওই দলে ছিলেন দক্ষ খননকারীরা, অভিজ্ঞ উদ্ধারকারীরা, সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞরা। পলঅনুপল মেপে, প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে সাবধানে পাহাড়ের গর্ভে থেকে আটকে পড়া ওই একচল্লিশ জনের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সাবধানে পথ কেটেছেন অক্ষত অবস্থায় একচল্লিশটি প্রাণকে উদ্ধার করতে।যাতে মৃতবৎসা মায়ের বেদনার ছায়া স্পর্শ না করে সুড়ঙ্গে আটক প্রাণগুলিকে। সেজন্য দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনি, প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন দফতর, উত্তরাখণ্ডের প্রশাসন সব রকমের অভিযান চালাচ্ছিল সেই বারো নভেম্বর থেকে। এ যেন মৃত্যুকে পরাস্ত করে জীবনকে ছিনিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ।

এই অভিযান পর্বে পাহাড়ের পেট ফুটো করে প্রবেশ করানো হয়েছে পাইপ।মাতৃজঠরে থাকা শিশু ভ্রূণকে বাঁচিয়ে রাখার মতোই সুড়ঙ্গ গর্ভে আটক শ্রমিকদের খাওয়ার, অক্সিজেন পাঠানো হয়েছে সেই পাইপ দিয়ে। কখনও পাইপ দিয়ে এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা পাঠিয়ে ওই প্রাণগুলির নড়াচড়ার আন্দাজ করা হয়েছে। ঠিক যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে পেটের ভেতর ক্যামেরা পাঠিয়ে শারীরবৃত্তীয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে শোনানো হয়েছে শ্রমিকদের কন্ঠস্বর।

কিন্তু এই পর্যায়ে পৌঁছনোর আগে অনেক কঠিন রাস্তা পেরোতে হয়েছে উদ্ধারকারীদের। পদে পদে এসেছে বাধা। কখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে পাইপ প্রবেশ করাতে গিয়ে নতুন করে ধস নেমেছে। ব্যাহত হয়েছে সুড়ঙ্গের কেটে পাইপ চালানোর কাজ। খারাপ আবহাওয়া আশঙ্কা জাগিয়েছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে জল প্রবেশের আতঙ্ক ছিল। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে থেমে থাকেনি উদ্ধারকারীদের দল। অভিজ্ঞ শল্যবিদের মতো অস্ট্রেলিয় সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞ আর্নল্ড ডিক্সকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। চিকিৎসকদের হাতের অত্যাধুনিক যন্ত্রের মতো মার্কিন অগার মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে। সেই মেশিনও পাথরে চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে, লোহার জালিতে ফেঁসে প্রথমে

আংশিক এবং পরে সম্পূর্ণভাবে বিকল হয়েছে খননস্তূপের মধ্যে। সেই স্তূপের অবশিষ্টাংশসহ অগার মেশিনের ভাঙা যন্ত্রাংশগুলি শেষ পর্যন্ত বের করে আনা হয় সুড়ঙ্গের উদ্ধারপথ থেকে।

এক সময় ভাবা হয়েছিল ভার্টিকাল ড্রিলিংএর কথা। ঠিক যেরকম ইনস্টিটিউশানাল ডেলিভারিতে অসুবিধে হলে উল্লম্বভাবে পেট চিরে সিজারিয়ানের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন শল্য চিকিৎসকরা। কিন্তু তাতেও ঝুঁকি ছিল। বয়সে নবীন এবং নরম শিলার পাহাড় ঝাঁকুনিতে প্রাণসংশয় ঘটাতে পারত সুড়ঙ্গ গর্ভে আটকে থাকা প্রাণদের। ফলে শেষ মুহুর্তে ডেকে আনা হয় 'রাট হোল মাইনার'দের। তাঁরা যেন সেই ধাত্রীমাতার দল, যাঁরা সাবেক পদ্ধতিতে প্রসূতি মায়ের সন্তান প্রসব করাতেন। এই বিপদসঙ্কুল এবং অবৈজ্ঞানিক বলে কয়লাখনি খননের ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছ এই 'রাট হোল মাইনিং'। কিন্তু অত্যাধুনিক যন্ত্রের বিপর্যয়ে শেষ পর্যন্ত হাতনির্ভর পদ্ধতিতেই ইঁদুরের গর্ত খোঁড়ার মতো করে ছেনি, হাতুড়ি, কুঠার, বেলচা ইত্যাদি দিয়ে সুড়ঙ্গের বাকিপথ কেটে, ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে পাইপ প্রবেশ করিয়ে নাগাল পাওয়া যায় সুড়ঙ্গে গর্ভে আটক একচল্লিশটি প্রাণের। সেই মুহূর্তে তখন ষোলোদিন পরে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রাণ হাতে পাওয়ার উল্লাস। আর বাইরে দাঁড়ানো কাতারে কাতারে মানুষ তখন ওই একচল্লিশটি প্রাণের পুনর্জন্মের অপেক্ষায়।অধীর আগ্রহ নিয়ে সুড়ঙ্গমুখের কাছে অপেক্ষা করছেন শ্রমিকদের আত্মীয় পরিজনরা।

মঙ্গলবার উদ্ধারকাজের শেষ পর্যায়ে রাত সাতটার পরে সুড়ঙ্গের গহ্বরে 'ব্রেক থ্রু' করা গেল।ততক্ষণে শ্রমিকরা 'অন্ধ ভূমিগর্ভ থেকে শুনেছে সূর্যের আহ্বান'। রাতের অন্ধকারেই তখন তাদের কাছে মৃত্যুঞ্জয়ী ভোরের আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে । যখন বাইরের উদ্ধারকারীরা পৌঁছে গেলেন সুড়ঙ্গ গহ্বরে আটক শ্রমিকদের কাছে। সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠল দুই পক্ষই। একদলের জীবন ফিরে পাওয়ার উল্লাসে অন্যদলের জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার উত্তেজনায়। আসলে বাইরে যখন উদ্ধারকারীরা সন্তর্পণে এগোচ্ছিলেন যাতে পাহাড় ভেঙে না পড়ে, ভেতরেও তখন শ্রমিকরা লড়ছিলেন যাতে তাঁদের মনোবল ভেঙে না পড়ে। স্নায়ুর চাপ নিয়ে ভিতরে বাইরে সমান্তরাল লড়াই চলছিল প্রায় ষোলো দিন ধরে।

শেষমেশ মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে একে একে স্ট্রেচারে শুইয়ে পাইপের মধ্যে থেকে উদ্ধার করা হল একচল্লিশ জন শ্রমিককে অক্ষত অবস্থায়, সুস্থ দেহে। সেই মুহূর্তে উত্তরকাশীর উদ্ধারস্থলের কাছে অস্থায়ী পূজাবেদীর কাছে উচ্চারিত মন্ত্র আর আর্নল্ড ডিক্সের আগে প্রার্থনার সঙ্গীত মিলে গিয়েছে এক সুরে। বেজে উঠেছে শঙ্খ। গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তখন হাততালিতে ফেটে পড়েছে। সেই রাতে জীবনানন্দের 'সূর্যতামসী'র বিস্মিতের মতো সদ্য প্রাণ ফিরে মানুষদের হয়তো তখন মনে হয়েছে 'এ কোন সিন্ধুর সুরঃ মরণের - জীবনের? এ কি ভোর?' অন্ধকার ভেঙে আলোর পথে পা বাড়ানো। 'শরীর পাতন' করে 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' মন্ত্রের সাধন।

সত্যিই মঙ্গলবার রতে অকাল দেওয়ালি নেমে এসেছিল উত্তরকাশীর উদ্ধারস্থলে।উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী উত্তরীয় আর ফুলের মালা হাতে সুড়ঙ্গমুখে দাড়িয়ে ছিলেন গর্বিত অভিভাবকের মতো। আনন্দে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের। পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন উদ্ধারকারীদেরও। সুড়ঙ্গমুখে তখনও চলছে মিষ্টান্ন বিতরণ। ঘোষিত হয়েছে পুনর্জন্ম নেওয়া একচল্লিশটি সন্তানের মুখ দেখার উপহার - এক লক্ষ টাকা করে। সেই মুহূর্তে ওই একচল্লিশ জন শ্রমিকদের আত্মীয়পরিজনরা তাঁদের কাছে যাওয়ার জন্য, একটু ছুঁতে চাওয়ার জন্য ব্যাকুল।

কিন্তু ষোলো দিন পরে সুড়ঙ্গ গর্ভে আটক শ্রমিকদের প্রাণ ফিরে পাওয়ার পরে আরও কিছু শুশ্রূষার প্রয়োজন ছিল। সদ্যোজাতর চিকিৎসার আয়োজনের মতো যার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। একচল্লিশ জন শ্রমিকের জন্য আগে থেকেই অ্যাম্বুলেন্স রাখা ছিল। দূরেও কোথাও চিকিৎসার কারণে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে তৈরি ছিল হেলিকপ্টার 'চিনুক'।

মঙ্গলবার রাতে একচল্লিশটি জীবন ফিরে পাওয়ার প্রাথমিক আনন্দ উদযাপনের পরে উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গমুখের কাছাকাছি এলাকায় চিন্যালীসৌড়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওই শ্রমিকদের নিয়ে গ্রিন করিডর দিয়ে এগিয়ে চলল অ্যাম্বুলেন্সের কনভয়। পিছনে পড়ে রইল সিল্কিয়ারা বারকোটের সুড়ঙ্গ।

হিমালয়ের শরীর খুঁড়ে যে পথে চারধাম যাত্রার পথ বানাচ্ছিলেন শ্রমিকরা ভবিষ্যতে হয়তো বা পরিত্যক্তই রয়ে যাবে। শুধু রয়ে যাবে সুড়ঙ্গগর্ভের ক্ষত, রয়ে যাবে একচল্লিশজন শ্রমিকের নতুন জীবনের জন্মদাগ। অমর হয়ে থাকবে মৃত্যুর অন্ধকার গুহাগর্ভ থেকে জীবনের জন্ম নেওয়ার উপাখ্যান।

সাময়িকী

যার শেষ ভালো তার সব ভালো

শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীর টানটান উত্তেজনার অবসান ঘটল। আলোর উৎসব দীপাবলির দিনে যাদের আঙিনায় অন্ধকারের ছায়া নেমে এসেছিল সেই ৪১টি পরিবারের বাড়িতে আসল দীপাবলি উদযাপনের সুযোগ এল গত মঙ্গলবার। গত ১২ নভেম্বর থেকে অল ওয়েদার রোড তৈরি করা সিল্কিয়ারা টানেলের ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের নিরাপদে বেরিয়ে আসার জন্য পুরো দেশ যেভাবে প্রার্থনা করছিল, তার ফল বিধাতা দিয়েছেন। ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথমবার যখন সাধারণ শ্রমিকদের বাঁচাতে এত বড় উদ্ধারত্রাণ অভিযান চালানো হয়।

অভিজিৎ রায়
প্রাবন্ধিক

যার প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও উত্তরাখণ্ড সরকারের সতর্কতা এবং তৎপরতা অবশেষে ফল দিয়েছে এবং দুর্ঘটনার সতেরোতম দিনে, সমস্ত শ্রমিকরা ৪০০ ঘন্টা ধরে গুহায় আটকে থাকার পরে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে। যার মুলে ছিল বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, উদ্ধারকাজে নিয়োজিত ত্রাণ সংস্থা, সেনা, বিমান বাহিনী, বিআরও এবং আন্তর্জাতিক টানেল বিশেষজ্ঞ দের ঐক্যবদ্ধ অভিযান। ঘটনাচক্রে ভারত সারা বিশ্বকে এই বার্তা দিতে সফল হয়েছে যে তাদের কাছে প্রতিটি নাগরিকের জীবন অতি মূল্যবান, এমনকি সে একজন সাধারণ শ্রমিক হলেও। নিঃসন্দেহে, এই প্রচারাভিযান কোটি কোটি শ্রমিকের মনোবল বাড়াবে যারা দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত আছেন। সমগ্র দেশ তাদের অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আমাদের সেই সব কর্মীদের মনোবলের প্রশংসা করতে হবে যারা সতেরো দিন ভয়ানক পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারাননি। এত দীর্ঘ উদ্ধার অভিযানে অনেকেই গভীর হতাশায় পতিত হতে পারতেন। কিন্তু আটকে পড়া শ্রমিকদের জন্য সময়মতো বাতাস, জল, বিদ্যুৎ ও খাবারের ব্যবস্থা তাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে যে দেস তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং তাদের উদ্ধারে আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছে। নিঃসন্দেহে, এই শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য শুরু করা এই সফল অভিযানই প্রমাণ করে যে ত্রাণ ও উদ্ধারে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকার, মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলির মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিটি সমস্যা মোকাবেলা করা যেতে পারে। অবশ্যই, এই ঘটনাবলী বিষয়টির একটি মাত্র দিক। আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই পার্বত্য রাজ্যে চলমান অবকাঠামো প্রকল্প এবং সময়ে সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা। এই টানেলটি বহুল আলোচিত চারধাম হাইওয়ে প্রকল্পের অংশ। এই প্রকল্প নিয়ে আগেই প্রশ্ন ওঠে এবং বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে যায়। সেই সময়, সরকার সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি দিয়েছিল যে দেশের প্রতিরক্ষা স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকল্পটি প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট থেকেও প্রকল্পটি অনুমোদন পেয়েছে। এটাও সত্য যে দেশের প্রতিরক্ষা স্বার্থের সঙ্গে আপস করা যাবে না। ঠিক আছে, প্রাথমিক প্রতিবেদনে এই দুর্ঘটনাটি ভূমিধসের ফলে বলা হয়েছে, তবে বর্তমানে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও প্রামাণিক তথ্য আসেনি। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার পরে, এর কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত প্রতিবেদনের প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। মনে রাখবেন, পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা হিমালয় অঞ্চলে নতুন নির্মাণ ও অবকাঠামো নির্মাণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে আসছেন। জোশীমঠে জমি তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কিছুদিন আগে এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল। সে সময়ও বলা হয়েছিল, কিছু প্রকল্পের কারণে জমি তলিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। এটিও প্রকাশিত হয়েছিল যে কয়েক দশক আগে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি সম্ভাব্য দুর্ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। হিমাচল প্রদেশ নিয়েও একই প্রশ্ন উঠেছে। উদ্বেগের বিষয় হল বিশেষজ্ঞদের এই ধরনের সমস্ত সুপারিশ কিছু সময় পরে ধুলো জড়ো করা শুরু করে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতিতে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই, বা এর আকারে কোন পরিবর্তন নেই। আজও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল পাহাড়ের বিশেষ চাহিদা বোঝা এবং সেখানে উন্নয়নের জন্য একটি নতুন কাঠামো নির্ধারণ করা। তবে সিল্কিয়ারা টানেল ধস এবং পরবর্তীতে উদ্ধার অভিযানে বাধা আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে। এছাড়াও এ ধরনের টানেল নির্মাণের আগে ভূমিধসের সম্ভাবনা এবং পাহাড়ের ধারণক্ষমতা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। এছাড়াও, এই ধরনের টানেলের ভিতরে ধসে পড়লে ত্রাণ কাজের বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে। উপর থেকে পড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে যে মোটা পাইপগুলির মাধ্যমে শ্রমিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়, সেগুলি বাধ্যতামূলকভাবে নির্মাণাধীন টানেলের পাশে স্থাপন করা উচিত। এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে, কোনো টানেল ধসে পড়লে পালানোর পথ থাকা উচিত। একই সঙ্গে নীতিনির্ধারকদের মনে রাখতে হবে বড় উন্নয়ন পরিকল্পনার বোঝা কিছুটা হলেও বিশ্বের কনিষ্ঠতম হিমালয় পর্বতের ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। কেদারনাথ ট্র্যাজেডি, হিমাচলের বর্ষার বিপর্যয়, সিকিমে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং জোশীমঠে ভূমি হ্রাসের কথা মাথায় রেখে বড় উন্নয়ন প্রকল্পের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করা উচিত। একই সময়ে, এই ধরনের বিপর্যয় প্রতিরোধে আমাদের মানবিক প্রচেষ্টাকে খাটো করা উচিত নয়। অপারেশন টানেল যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এমন সময়ে অগার মেশিনের ব্লেড ভেঙ্গে উদ্ধার অভিযান দল হতাশ হয়ে পড়েছিল। তারপর র‌্যাট মাইনাররা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হতাশাকে আশায় রূপান্তরিত করে। লাখ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশে আজ অনেক টানেল তৈরি হচ্ছে। এ ধরনের সংকটময় পরিস্থিতি যাতে আর না হয় সেজন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সংকটের সময়ে প্রকৃতির মূল প্রকৃতির সাথে ক্ষুণ্ণ করা আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে, উন্নয়ন সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

জানা অজানা

আরণ্যক কথা

লিপি চক্রবর্তী

হাতে নিলেই মন ভালো হয়ে যায়, এমন একটি পত্রিকা 'এখন আরণ্যক'। জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের মিলিত সংখ্যাটি শারদ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হ য়েছে। এটি চতুর্দশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা।

বিশেষ নিবন্ধ, দুই পা ফেলিয়া, নজরনবিশের রোজনামচা, আমাদের পাতা, টুকরো খবরে সাজানো পত্রিকাটিতে সংকলিত হয়েছে ভ্রমণ ও বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত অনেক বিষয়।

বিশেষ নিবন্ধের মধ্যে আছে অসীম মিত্রের লেখা 'অন্য ইন্দিরা', বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামীর 'সারসের দাম্পত্য জীবন', রাকেশ সিংহ দেবের 'জঙ্গলমহলের হুলা পার্টি', উপায়ন চট্টোপাধ্যায়ের 'দিবাং ভ্যালির আরণ্যক', উৎপল অধিকারীর 'কুমোরে পোকার কারিগরি', কাঞ্চন বসুর 'বাঘের বিপন্নতা ও সংখ্যা বৃদ্ধির অঙ্ক'। অনেক অজানা বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গেল এই বিভাগে।

দুই - পা ফেলিয়া বিভাগে 'বাংলাদেশের সুন্দরবন' লিখছেন অলোক দত্ত। শর্বা ঘোষ নাথের লেখা 'মহানন্দার সংসার', প্রবুদ্ধ বসুর 'জয়ন্তীর প্রজাপতি', তাপস চট্টোপাধ্যায়ের 'মায়ারণ্য মাসাইমারা' পড়তে পড়তে মানস ভ্রমণ হয়ে যায়। অন্তরা পালের ধারাবাহিক 'নেওড়া ভ্যালির পাখিরা'র অন্তিম পর্ব রয়েছে এই বিভাগে।

নজরনবিশের রোজনামচা বিভাগটি যথেষ্ট উপভোগ্য। পত্রিকাটি সংগ্রহে রাখা যায়।

এখন আরণ্যক। সম্পাদক শুভেন্দু চৌধুরী। মূল্য ২০০ টাকা।

মনের অলিন্দের কবিতা

লিপি চক্রবর্তী

শতাধিক কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'মনের অলিন্দে'। লেখক বৈদ্যনাথ দাস যিনি 'অভিষেক' নামে লেখেন। খুব সহজ ভাষায় মনের কথা লিখে গিয়েছেন তিনি। বেশিরভাগ কবিতায় মানুষী প্রেম স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মানবিক বিষয় স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়। বেশ কিছু কবিতার শিরোনামের শব্দ সংখ্যার আধিক্য কবিতার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে বলে মনে হয়। শব্দ নির্বাচন এবং বাংলা বানান ব্যবহারে আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কারণ কবিতাগুলোতে কাব্যগুনের অভাব বেশ প্রকট। মনের অলিন্দে। অভিষেক (বৈদ্যনাথ দাস)। রঙমিলান্তি প্রকাশনী। ৩০০ টাকা।

শিশুদের খাদ্যাভ্যাস, বাইরের খাবার ও আমাদের ভূমিকা

স্বাস্থ্য জরিপ অনুযায়ী, দেশের ৬ থেকে ২৩ মাস বয়সী প্রায় অর্ধেক শিশু কোমল পানীয় এবং অতিরিক্ত নুন ও চিনিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ করে। চিকিৎসক, পুষ্টিবিদ ও গবেষকেরা এসব খাবারকে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শিশুবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবিদ হোসেন মোল্লা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে এখন শিশুদের পছন্দের খাবারের তালিকায় রয়েছে চিপস, চানাচুর, চকলেট, চুইংগাম ও চাটনি। এসব খাবার শিশুদের ক্ষুধা কমিয়ে দেয় এবং সুষম খাবারের বিপরীত। এসব খাবারসহ অন্যান্য ফাস্ট ফুডের (যেমন পিৎজা, বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই) অনিয়ন্ত্রিত প্রসার উদ্বেগজনক। যে খাবারগুলো দ্রুত তৈরি করা যায়, সাধারণত তাই ফাস্ট ফুড নামে পরিচিত। তুলনামূলকভাবে কম দাম, স্বাদ ও দ্রুত পাওয়া যায় বলে এই খাবার পুরো বিশ্বেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শিশুদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। ফাস্ট ফুডে আছে উচ্চমাত্রার ক্যালরি, চর্বি, সম্পৃক্ত চর্বি, চিনি ও লবণ। তাই এর পুষ্টিগুণ কম। শিশুদের স্বাদগ্রন্থির গঠনের কারণে এসব খাবার তাদের বেশি ভালো লাগে। এ খাবারে পেট ভরার অনুভূতি হয় না বলে তারা বেশিও খেয়ে ফেলে। শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। ফাস্ট ফুড খাওয়ার সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। অতিরিক্ত ওজনের কারণে টাইপ ২ ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, হাইপার টেনশন, স্ট্রোক ও কয়েক ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণায় দেখা গেছে, ফাস্ট ফুড দোকান থেকে দূরে বাস করা মানুষের তুলনায় হাঁটার দূরত্বের মধ্যে বাস করা মানুষের স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ১৩ শতাংশ বেশি। ফাস্ট ফুড খাওয়ার ফলে শিশুরা আরও যে সমস্যায় ভোগে, তার মধ্যে আছে কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, ভিটামিন ডিএর ঘাটতি। ক্যালসিয়ামের অভাবে দাঁত ও নখের ক্ষতি হয়। ওজন বেড়ে যাওয়ার ফলে তারা খেলাধুলা বা শারীরিক কাজে কম সময় দিতে পারে। কারণ, তারা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়। তাদের মনোযোগ কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে ও মানসিক চাপের শিকার হয়। প্রায় ১৫ বছর আগেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিপণনকে জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগ হিসেবে শনাক্ত করেছে।

পাঠকের চিঠি

জলবায়ুর পরিযায়ী সমস্যার টুভালু সমাধান!

টুভালু প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিযায়ী দের কারনে দেশটি সম্প্রতি খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। মাত্র ১১০০০ জনসংখ্যা এবং ২৬ বর্গ কিমির আয়তনের প্রবাল নির্মিত এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে ঘিরে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারনে অদূর ভবিষ্যতে দেশটির সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই জাতীয় দুর্দিনে টুভালুর পাশে এসে দাড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া। কুক দ্বীপে প্যাসিফিক আইল্যান্ডস ফোরামে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্তানুসারে প্রতিবছর ২৮০ জন টুভালু নিবাসিত জলবায়ু পরিযায়ীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকার সেই দেশে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির জগতে এই মানবিক উদ্যোগ 'ওসিয়ানিয়া - প্যাসিফিক' অঞ্চলে আর্থিক প্রগতি এবং শান্তি বজায় রাখা ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত এই ছোটো ছোটো দ্বীপ রাষ্ট্রগুলি ভূরাজনৈতিক কারনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বীপ রাষ্ট্র গুলিকে কেন্দ্র করে আশেপাশের অঞ্চলে সুষ্ঠু ভাবে বানিজ্যিক যোগাযোগ বজায় রাখা যায়। পাশাপাশি জাতীয় সুরক্ষা বিষয়ক কার্যকলাপ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষনামূলক কাজ গুলিও করা যায়। বিশেষ করে মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা কে সরে যেতে বলার পরে বিকল্প দেশ হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র গুলির সাথে দৃঢ় কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা চিন এই বিষয়ে ভারত থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ফলে আগামী দিনে জাতীয় সুরক্ষা তথা বানিজ্যিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে জলবায়ু পরিযায়ী সমস্যার সমাধানে ভারত মাহসাগরে অবস্থিত দেশ গুলির পাশে ভারতকেও দাঁড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ভারত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ গুলির সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। এমতাবস্থায় অস্টেলিয়া এবং টুভালুর এই যৌথ উদ্যোগ গোটা বিশ্বকে পথ দেখাবে।

অর্ক গোস্বামী, ২৯, বীর রামমোহন ব্যানার্জি রোড, ইসমাইল , আসানসোল

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাসলীলা মেলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন কলকাতার সপ্তসুর বাদ্যযন্ত্রের শিল্পীরা

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ রাস পূর্ণিমার শুভ উপলক্ষ্যে নিমডিহ ব্লকের বাড়েদা পঞ্চায়েতের বুরুডিহ গ্রামে বুরুডিহ রাধা গোবিন্দ মন্দির কমিটি তিন দিনের রাসলীলা মেলার আযোজন করে। শেষ দিনে কলকাতার সপ্তসুর বাদ্যযন্ত্রের স্যাক্সোফোন শিল্পী টুম্পা, লাখো দর্শক শ্রোতার কাছে জনপ্রিয় জি বাংলা টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় গায়িকা মৌ মুখার্জি ওরফে অন্তরা গভীর রাত পর্যন্ত দর্শক এবং শ্রোতাদের জমায়েত রাখেন। এর আগে প্রধান অতিথি বিধায়ক সবিতা মাহাতো, অতি বিশেষ অতিথি জেএমএম নেতা সহ সমাজকর্মী সুখরাম হেমব্রম, বিশেষ অতিথি সমাজকর্মী খগেন মাহাতো, প্রাক্তন জিপ সদস্য অনিতা পরিত এবং কমিটির পৃষ্ঠপোষক সহ মুখিয়া সংঘ নিমডিহ ব্লক সভাপতি বরুণ কুমার সিং যৌথভাবে ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। কার্যক্রম. কলকাতার গায়িকা সুস্মিতা সেন, জুনিয়র অভিজিৎ এবং কুমার রাজও অনেক সুরময়ী গান পরিবেশন করেন। এ উপলক্ষে অন্তরা আধুনিক, ফিল্মি এবং হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি ভাষার গান দিয়ে দর্শকদের বিনোদিত করেন। অন্তরা কর্নপ্রিয় কন্ঠে গেয়েছেন 'লায়লা হো লায়লা ক্যাসি হো লায়লা, দিল দিওয়ানা পেয়ার মে হাম খো গয়ে, নাকাবন্দি নাকাবন্দি, সাত সমন্দর পার সে ম্যায় তেরে পিছে পিছে আ গয়ি' ইত্যাদি হিন্দি গান, আমি ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর, বুঝ্মুর রানি। আসবি হিরো করে নিয়ে ফোন রে তোরে নাম বাজছে আমার দিল রিংটোন রে মন মোহিনী আমি সোনার পরী ফিলিং তো হবেক আমি সুন্দরী' ইত্যাদি বাংলা গান, 'হারা গোদোরে ডাঙ্গুয়া মনেরে মে ইতিং কোযাে লেওয়া লেগা জোজোম রে টেপিং বাড় হায় কানা হান্ডে নাড়ে' ইত্যাদি। স্যাক্সোফোন শিল্পী টুম্পা অনেক হিন্দি গানের মধুর সুরে দর্শক ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে রঘু গ্রুপের শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন গোরাই, ডাঃ চন্দ্র মোহন গোরাই, চালিয়ামা পানসাস অরুণ গোরাই, গৌরডিহ পঞ্চায়েত প্রধান সরস্বতী মুদি, আদারডিহ পঞ্চায়েত প্রধান সুভাষ সিং, লাকড়ি মুখিয়া প্রতিনিধি রঞ্জিত মাঝি, জে এম এম নেতা হরেকৃষ্ণ সিং সরদার, হরিপদ সিং, লালমোহন গোরাই প্রমুখ।

আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্য ফেরা আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ক্যাডারদের আলফা ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করা গতানুগতিক বিষয়

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহ, বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ এবং বিশেষ শাখার অতিরিক্ত ডিজিপি হীরেন নাথের উপস্থিতিতে চারজন আলফার সদস্য আত্ম সমর্পণ করেছেন। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন ক্যাডারদের আলফা ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করা গতানুগতিক বিষয়। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে লাভ নেই। তবে আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এলে সেটাই সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয় অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছেন আলফার চারজন ক্যাডার। মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আযোজিত আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে এক্ষেত্রে প্রশ্ন করেন প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিধিরা। এর জবাবে তিনি আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে অসমে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নে নিজের অবদান দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান তার বয়স প্রায় ৬৫ বছর হয়েছে। ফলে আগামী ২০-৩০ বছর তিনি যদি অসমের উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যবাসীর পাশে এসে দাঁড়ান তাহলে সেটা সরকারের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হবে। ফলে পরেশ বড়ুয়াকে অসমে ফিরে আসার ফের একবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এলে সেটা হবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অসমে ফিরে এসে রাজ্যের বিকাশ এবং উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত হতে পারবেন। তাছাড়া সংগঠনের ক্যাডাররা নিয়মিতভাবে আসাযাওয়া করছেন। কোনদিন দুইজন আলফাতে যোগদান করছেন আবার কোনদিন সংগঠনটি ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করছেন ক্যাডাররা। গত ২০ বছর ধরে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে অসম। এটা জীবনের এক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। ফলে আলফা ক্যাডারদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে আত্মসমর্পণ করাকে গতানুগতিক ঘটনা বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করে লাভ নেই, যাবতীয় তথ্য ইভিএমএ বর্তমান বন্দি বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কাশীর সুরঙ্গতে ৪১ জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে থাকার বিপরীতে রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তেলেঙ্গানায় নৃত্য করে বেড়াচ্ছেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দেশের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জয় লাভ করবে। বিজেপির ফলাফল এই পাঁচ রাজ্যে শূন্য হবে বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষের এই ধরনের মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এসব মন্তব্য করে কোনো লাভ নেই। এক্ষেত্রে ইভিএমএ আসল কথা বলবে। এই সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য বর্তমান ইভিএমএ এ বন্দি রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আযোজিত আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন তিনি। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্ত কংগ্রেস তথা বিরোধী পক্ষের নানা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন নির্বাচনের ফলাফল বর্তমান ইভিএমএ এ বন্দি রয়েছে। ইভিএমএ ফলাফল সংক্রান্তে আসল কথা বলবে ফলে এই বিষয়ে মন্তব্য করে লাভ নেই। নিজের কাজ করে যেতে হবে। তিনি যেভাবে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে প্রচার অভিযান শেষ করার পর মাজুলী পৌঁছে গেছিলেন। ঠিক সেভাবে নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করতে হবে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের কথা ভেবে লাভ নেই। কংগ্রেসের প্রতি যদি সাধারণ ভোটারদের আশীর্বাদ থাকে তাহলে তারা পাঁচ রাজ্যেই জয়লাভ করবে। তবে যদি এক্ষেত্রে জনতার আশীর্বাদ না থাকে তাহলে পরাজয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে ১৭ দিন সুরঙ্গে বন্দী হয়ে থাকা ৪১ শ্রমিককে সুকলমে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হওয়া বিষয়টিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই খবরে প্রতিজন সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিংহ ধামির বিশেষ পদক্ষেপের প্রশংসা করে তাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অসমের দুইজন শ্রমিক সহ মোট ৪১ জন শ্রমিক সুরঙ্গে বন্দী হওয়ার ফলে প্রতিজন ব্যক্তি উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করছিলেন। গতকাল সকালেই এই খবর বেরিয়ে গেছিল এদিন কিছু একটা হতে চলেছে। গোটা দিন ধরে সবাই চিন্তিত ছিলেন। এমনকি তার তেলেঙ্গানায় অনুষ্ঠান থাকার পরেও তিনি সেখানে যাননি। সারাদিনব্যাপী প্রত্যেকেই উৎকণ্ঠা এবং চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু এর বিপরীতে রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তেলেঙ্গানায় নৃত্য করছিলেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। যে সময়ে ২৬-১১ ঘটনা হয়েছিল সেই সময়েও তারা আনন্দ ফুর্তি করছিলেন। ফলে রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মতন এতটি ইনসেনশেটিভ লিডার অর্থাৎ অসংবেদনশীল, মানবতা বিরোধী নেতা ভারত কখনো দেখেনি এবং এদের সঙ্গে কারো পার্থক্য করা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আলফা ত্যাগ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসাদের স্বাগত জানিয়ে তাদের ফের অস্ত্র তুলে নিয়ে রাজ্যকে অশান্ত করা সহ্য করা হবে না বলে মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিংহের

আগামী তিন চার মাসের মধ্যে এপিএসসি কেলেঙ্কারির চার্জশিট দাখিল করার সম্ভাবনা, কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না, তদন্তের গতি সন্তোষজনক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আলফা ত্যাগ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা প্রতিজন ক্যাডারকে স্বাগত জানিয়েছেন অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহ। তবে স্বাগত জানালেও তাদের ফের অস্ত্র তুলে নিয়ে অসমকে অশান্ত করার প্রচেষ্টা সহ্য করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে রেহাই দেয়া হবে না বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। এই কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে এসআইটির তদন্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আগামী তিন চার মাসের এপিএসসি কেলেঙ্কারির চার্জশিট অর্থাৎ অভিযোগনামা দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয় অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছেন আলফার চারজন ক্যাডার। অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহ, বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ এবং বিশেষ শাখার অতিরিক্ত ডিজিপি হীরেন নাথের উপস্থিতিতে আত্ম সমর্পণ করা চারজন আলফার সদস্য হচ্ছেন দীপক হাতিবড়ুয়া ওরফে দিব্য অসম, মংটু মরাণ ওরফে লেটেস্ট অসম ওরফে কুলাঙ্গ অসম, পলাশ মরাণ ওরফে গোপাল অসম এবং নয়ন পাতমাউটর ওরফে বিক্রম অসম। এরমধ্যে নয়ন পাতমাউটর ২০১০ সালে আলফায় যোগদান করে মায়ানমারে তিন মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ২০২৩ সালের ২৪ নভেম্বর চড়াইদেউ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি। মংটু মরাণ ২০১৮ সালের ৪ ডিসেম্বর আলফাতে যোগদান করেন, পলাশ মরাণ ২০২১ সালে আলফাতে যোগ দিয়ে মায়ানমারের ৭৭৯ শিবিরে তিন মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এই দুইজন সহ দীপক হাতিবড়ুয়া গত ২ এবং ৩ নভেম্বর তিনসুকিয়া জেলায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আলফা সদস্যরা পিস্তল এনিমেশন সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আত্মসমর্পণ করা আলফার চারজন সদস্যের সঙ্গে সাংবাদিকরা মত বিনিময় করেছেন। এরপর অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন বর্তমান অসম ৯০ সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন অর্থাৎ আফসপা আইন থেকে মুক্ত হয়েছে। ফলে অসম যাতে সম্পূর্ণভাবে এই আইন থেকে মুক্ত হতে পারে সেটার জন্য রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুস্থির রাখতে হবে। আলফা ত্যাগ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা প্রতিজন স্বাগত। কিন্তু তা বলে ফের অস্ত্র তুলে নিয়ে যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অসমের পরিস্থিতি নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। অসমের আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত কোনো পদক্ষেপ নিলে আইনের সর্বোচ্চ ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে অসম পুলিশ। এক্ষেত্রে কোনো রেহাই নেই। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাজ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন কেন রয়েছে বলে একদিকে আংদোলন করা হয় প্রতিবাদ জানানো হয় অন্যদিকে সমান্তরাল ভাবে সন্ত্রাসবাদি এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপও অব্যাহত রাখা হয়। তবে এই ব্যবস্থা সহ্য করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এই কেলেঙ্কারির তদন্তের জন্য এসআইটি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। এসআইটির তদন্ত সন্তোষ মূলক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টির তদন্ত তিনবার পর্যবেক্ষণ করেছেন। তবে এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফরেনসিক পরীক্ষার প্রযোজনেতা রয়েছে। প্রতিজনের অপরাধ ভিন্ন হওয়ার ফলে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তদন্ত করে প্রত্যেকের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। এপিএসসি কেলেঙ্কারি তদন্ত প্রক্রিয়া খুব ভালোভাবেই অব্যাহত রয়েছে। হলে আগামী তিন চার মাসের মধ্যে এই কেলেঙ্কারের ক্ষেত্রে চার্জশিট অর্থাৎ অভিযোগনামা দাখিল করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

টুকরো খবর

মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কারের বদলে আগামী বছর থেকে পঞ্চম অষ্টম এবং দশম শ্রেণীতে আনন্দরাম বরুয়া বৃত্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের মোট ২৭১৮৩ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার বাবদ ১৫ হাজার টাকা প্রদান

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গত ২০০৫ সাল থেকে প্রতিবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার দিয়ে আসছে অসম সরকার। আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার ল্যাপটপ দেওয়ার থেকে শুরু করে বর্তমান ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তবে এবার শেষবারের জন্য রাজ্যের মোট ২৭১৮৩ জন মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার বাবদ ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে আগামী বছর থেকে পঞ্চম অষ্টম এবং দশম শ্রেণীতে আনন্দরাম বরুয়া বৃত্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনটি পর্যায়ে বৃত্তি হিসেবে ১৫ হাজার টাকা করে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী বর্তমান মাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্ব কিছুটা কমে গেছে। এর পরিবর্তে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষার নামে আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করবে রাজ্য সরকার। এর পরিবর্তে আগামী বছর থেকে পঞ্চম অষ্টম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য আনন্দরাম বড়ুয়া বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক পর্যায়ে রাজ্যের ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী ১৫ হাজার টাকা করে এই পুরস্কার পাবে। ফলে মেধার প্রতিভা অব্যাহত রাখলে প্রতিজন ছাত্রছাত্রী ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৪৫ হাজার টাকা পেতে সক্ষম হবে। পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীর পুরস্কার ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে না দিয়ে সেটার ফিক্স ডিপোজিট করা হবে। তবে দশম শ্রেণীর বৃত্তির পুরস্কার ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি ব্যাংকের একাউংেট জমা করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অতিপ্রিয় পিএমশ্রী বিদ্যালয় প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে দেশের মোট ১৪৫০০ বিদ্যালয়কে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নতি সাধন করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে অসমের ২৬৪ টি বিদ্যালয়ে দুই কোটি টাকা করে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পাবে। তবে কাজের অগ্রগতি হিসাবে পর্যায়ক্রমে সেই টাকা কেন্দ্রের থেকে আসবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে স্মার্ট ক্লাস, ডিজিটাল লাইব্রেরী, সোলার প্যানেল, সবুজ বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রযুক্তিগত সুযোগসুবিধা বিদ্যালয়ে গুলোতে গড়ে তোলা হবে। আনন্দরাম বড়ুয়া পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে একাংশ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে ১৫ হাজার টাকার প্রতিকী চেক তুলে দিয়ে তিনি বলেন কেন্দ্রীয়ভাবে মহানগর ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া ২৭১৮৩ জন ছাত্রছাত্রীকে এই পুরস্কার হিসাবে ১৫০০০ টাকা তাদের ব্যাংকের একাউন্টে ডিভিটির মাধ্যমে জমা করা হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়ার নামে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। এর মাধ্যমে আজ পর্যন্ত ৪১৩৪০০ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রতি জন ছাত্রীর জন্য টিনেজার থেকে মেচুর হওয়ার সময় পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ফলে এই সময়ে প্রত্যেক ছাত্রীর নৃত্য করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। সেই নৃত্য ভারতনাট্যম কিংবা কথকল্লী কিংবা বিহু যেকোনো হতে পারে। প্রতিদিন আধঘন্টা করে নৃত্য করলে ছাত্রীরা যেকোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। ভবিষ্যতে এটা অনেক কাজে লাগবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ছাত্রীদের মত ছাত্রদেরও এই সময় ব্যায়াম তথা খেলাধুলা করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেভাবে ছাত্ররা শারীরিকভাবে উপকৃত হবে। অন্যদিকে একসাথে খেলাধুলা করলে তাদের মধ্যে টিমওয়ার্ক মনোভাব গড়ে উঠবে। যেটা তাদের ভবিষ্যতের জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বর্তমানে বিদ্যালয়ে গুলো ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কিনা সে ক্ষেত্রে চিন্তা করছেন। প্রত্যেক প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রাচীনতাকে বিদায় দিয়ে নতুনত্বকে গ্রহণ করার প্রবণতা থাকে। প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর ছাত্রছাত্রীদের এই মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। আগে ছাত্রছাত্রীদের ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষা দেওয়া হত বর্তমান তার পরিবর্তে এসে গেছে স্মার্ট ক্লাস। আগে ছাত্রছাত্রীদের পৃথকভাবে টিউশন করে তাদের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা ইউটিউব ব্যবহার করে নিজেদের যাবতীয় সমস্যা দূর করছে। ফলে পরিবর্তনশীল মনোভাবের এই ছাত্রছাত্রীদের থেকে শিক্ষকশিক্ষিকাদের এক কদম এগিয়ে থাকতে হবে। অন্যথায় শিক্ষকশিক্ষিকারা ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করাতে পারবেন না। তাছাড়া শ্রেণী কোঠায় ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো ডিসকাশন ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ আলোচনামুখী হতে হবে। আগের মতন ৪৫ মিনিট শুধুমাত্র ব্ল্যাকবোর্ডে কাটিয়ে দিলে চলবে না। সাথীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে স্বয়ং বৃক্ষরোপণ করে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিদ্যালয় গুলোর এবার থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পোর্টেলে আপলোড করা বাধ্যতামূলক হবে। যাতে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা সম্পূর্ণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানদন্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। এই সংক্রান্তে সরকার অতি শীঘ্র একটি পোর্টেল শুরু করবে। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়েএই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে কয়েকটি ব্যক্তিগত বিদ্যালয় রয়েছে যারা স্ট্যান্ড করা দুইজন বা তিনজন ছাত্রছাত্রীর বিষয়ে শুধুমাত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের ছাত্রছাত্রীরা ক জন মেডিকেল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে স্থান পেল সেটা জানায় না। ফলে এবার থেকে বিদ্যালয় গুলোর হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড অর্থাৎ প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর রিপোর্ট কার্ড পোর্টেলে আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর রিপোর্ট কার্ড ওয়েবসাইটে দিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া সেই ছাত্রছাত্রীরা কোথায় কোথায় সুযোগ পেয়েছে সেটাও জানাতে হবে। এর মাধ্যমে কোনো বিদ্যালয়ে সন্তানের নাম ভর্তি করার আগেই অভিভাবকরা সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানদন্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কোনো বিদ্যালয়ের থেকে দুজন মাত্র স্ট্যান্ড করলেই অভিভাবকরা শেষ বিদ্যালয় মুখি হয়ে যান। কিন্তু পরে দেখা যায় বাকি প্রতিজন ছাত্রছাত্রী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলে বিদ্যালয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা অর্জন করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

গিলের আগে যাঁকে গুজরাটের অধিনায়ক চেয়েছিলেন ডি ভিলিয়ার্স

কলকাতা ঃ সর্বশেষ দুই মৌসুমে গুজরাট টাইটানসকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর হার্দিক পান্ডিয়া ফিরেছেন তাঁর পুরোনো ঠিকানা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে। পান্ডিয়া আবারও মুম্বাইয়ে নাম লেখানোয় গুজরাটের নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে শোনা যাচ্ছিল কেইন উইলিয়ামসন, রশিদ খান ও শুবমান গিলের নাম। এ তিনজনের মধ্যে উইলিয়ামসন ও রশিদের জাতীয় দল ও ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার অঢেল অভিজ্ঞতা থাকায় দুজনের একজনকে নতুন অধিনায়ক করা হবে বলে অনেকে ধরে নিয়েছিলেন। তবে চমক দেখিয়ে শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে কখনোই নেতৃত্ব না দেওয়া গিলকেই তারা নতুন অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেয়। উইলিয়ামসন থাকতেও ভারতের তরুণ এই ওপেনারকে নেতৃত্বভার দেওয়ায় কিছুটা বিস্মিতই হয়েছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। আইপিএলের আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর একসময় পরিপূরক হয়ে ওঠা ডি ভিলিয়ার্স মনে করেন, অভিজ্ঞতার বিচারে উইলিয়ামসনই হতে পারতেন গুজরাটের সবচেয়ে যোগ্য অধিনায়ক। গিলকে অন্তত আরও এক মৌসুম পরে নেতৃত্বে আনলে ভালো হতো। ২০১৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলেছেন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটসম্যান হায়দরাবাদের হয়ে ২০১৬ সালে আইপিএল শিরোপাও জিতেছেন। ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে শিরিষ কাগজ দিয়ে বল টেম্পারিং কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ডেভিড ওয়ার্নার নিষিদ্ধ হলে নেতৃত্ব ওঠে উইলিয়ামসনের কাঁধে। ওই বছর তাঁর নেতৃত্বে ফাইনালেও ওঠে হায়দরাবাদ। এরপর আরও তিন মৌসুম দলটির অধিনায়কত্ব করেছেন। হায়দরাবাদের সঙ্গে ৭ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে এ বছরই গুজরাটে নাম লেখান উইলিয়ামসন। কিন্তু উদ্বোধনী ম্যাচেই ফিল্ডিং করতে গিয়ে ডান হাঁটুর লিগামেন্ট বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আসর থেকে ছিটকে পড়েন। দীর্ঘদিন চোটের সঙ্গে লড়াই করে সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ দিয়ে খেলায় ফেরেন উইলিয়ামসন। খেলছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে সিলেট টেস্টেও। গতকাল টেস্টের দ্বিতীয় দিনে শতকও পেয়েছেন। এর আগেই অবশ্য উইলিয়ামসনকে ধরে রাখার ঘোষণা দেয় গুজরাট। সেটা দেখে ডি ভিলিয়ার্স ভেবেছিলেন, উইলিয়ামসনকেই বুঝি নতুন অধিনায়ক বানাবে তারা। এ ব্যাপারে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, ‘যে মুহূর্তে দেখেছি কেইন উইলিয়ামসনকে ধরে রাখা হয়েছে, ভেবেছি তার মতো অভিজ্ঞকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া (গুজরাট টাইটানসের জন্য) চমৎকার ব্যাপার হবে। কারণ, অতীতেও সে অধিনায়কত্ব করেছে। ভারতীয় দলের সব সংস্করণে জায়গা পাকাপোক্ত করার পর এবং আইপিএলে আরেকটি ভালো মৌসুম কাটানোর পর শুবমান গিলকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।’ আইপিএলের সর্বশেষ মৌসুমের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক (৮৯০ রান) গিল। করেছেন তিনটি শতক ও চারটি অর্ধশতক। ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে থাকলেও আরও এক মৌসুম পর তিনি গুজরাটের অধিনায়ক হলে উইলিয়ামসনের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পেতেন বলে মনে করেন ডি ভিলিয়ার্স, ‘গুজরাট গিলকে অধিনায়ক বানিয়ে দিল। বলছি না তাদের সিদ্ধান্তটা ভুল। এটা সঠিক প্রমাণিত হতে পারে। তবে সে (উইলিয়ামসনের কাছ থেকে) আরেকটু শিখতে পারত এবং সে অনুযায়ী ২০২৫ আইপিএলের পরিকল্পনা সাজাতে পারত। সেটা না হলেও ওর পারফরম্যান্স ও দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া দেখতে আমি রোমাঞ্চ নিয়ে অপেক্ষা করছি।’ আইপিএলে নিজেদের অভিষেক মৌসুমেই চমকে দিয়েছিল গুজরাট। নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ২০২২ সালে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়। এ বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত হওয়া সর্বশেষ মৌসুমেও শিরোপা জেতার খুব কাছে চলে গিয়েছিল গুজরাট। তবে রোমাঞ্চকর ফাইনালের শেষ ২ বলে প্রয়োজনীয় ১০ রান তুলে গুজরাটকে হতাশ করেন চেন্নাই সুপার কিংসের রবীন্দ্র জাদেজা।

ইতিহাস গড়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উগান্ডা, আবার ব্যর্থ জিম্বাবুয়ে

উগান্ডা ঃ সমীকরণটা সহজই ছিল উগান্ডার জন্য। রুয়ান্ডাকে হারালেই মিলবে বিশ্বকাপের টিকিট। নামিবিয়ার উইন্ডহুকের ওয়ান্ডারার্স ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ রুয়ান্ডাকে উড়িয়ে দিয়েই ইতিহাস গড়ল উগান্ডা। ৯ উইকেটে জিতে প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে দেশটি। আফ্রিকান অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্ব থেকে আগামী জুনে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে নামিবিয়া। আফ্রিকার বাছাইপর্ব থেকে দুটি দলই যাবে বিশ্বকাপে।

বাছাইপর্বে উগান্ডা পেছনে ফেলেছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়াকে। দিনের অন্য ম্যাচে একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছে তারা। তবে উগান্ডার জয়ে এখন আর সুযোগ নেই তাদের। নামিবিয়া ও উগান্ডা দুই দলেরই এখন সমান ১০ পয়েন্ট (নামিবিয়ার বাকি ১ ম্যাচ)। জিম্বাবুয়ে বা কেনিয়া দুই দলের যে কোনো একটির এখন সর্বোচ্চ ৮ পয়েন্ট হতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার পর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে পঞ্চম আফ্রিকান দেশ হিসেবে খেলবে উগান্ডা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি ভেন্যুতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো খেলবে ২০টি দল। চূড়ান্ত হয়ে গেছে ২০টি দলই।

টুর্নামেন্টে প্রথম ৫ ম্যাচে কোনো জয় না পাওয়া রুয়ান্ডা তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষই ছিল উগান্ডার জন্য। টসে জিতে রুয়ান্ডাকে ব্যাটিং করতে পাঠান উগান্ডা অধিনায়ক ব্রায়ান মাসাবা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে রুয়ান্ডা ১৮.৫ ওভারে গুটিয়ে যায় ৬৫ রানেই। আলপেশ রামজানি, দীনেশ নাকরানি, হেনরি সেনিয়োন্দো ও মাসাবা ৪ জনই নেন ২টি করে উইকেট।

রান তাড়ায় ষষ্ঠ ওভারে উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান রোনাক প্যাটেল (২০ বলে ১৮) ফিরলেও উগান্ডার সমস্যা হয়নি কোনো। অবিচ্ছিন্ন ৩৫ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে উগান্ডার ইতিহাসগড়া জয় নিশ্চিত করেন সিমোন সিসাজাই ও রজার মুকাসা। ২১ বলে ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন সিসাজাই, মুকাসা করেন ৮ বলে ১৩ রান। ৮.১ ওভারেই জয় নিশ্চিত করে উগান্ডা। এর আগে তিনবার চূড়ান্ত বাছাইপর্ব খেলেছিল উগান্ডা, তবে পেরোতে পারেনি একবারও। চতুর্থ দফা এসে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ করে নিল তারা। এবার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা নামিবিয়ার বিপক্ষে ছাড়া সব ম্যাচই জিতেছে তারা, হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়ার মতো দলকেও।

অন্যদিকে চার মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে না পারার যন্ত্রণায় পুড়তে হলো জিম্বাবুইয়ানদের। গত জুন জুলাইয়ে ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুর্দান্ত খেলেও নেট রানরেটে পিছিয়ে থাকায় ভারতের টিকিট পায়নি জিম্বাবুয়ে। এবার নামিবিয়ার কাছে প্রথম ম্যাচে হেরেই হোঁচট খাওয়া দলটি ছিটকে গেল টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দৌড় থেকেও।

কোপা আমেরিকার ড্র অনুষ্ঠানে যাবেন স্কালোনি

আর্জেন্টিনা ঃ আর্জেন্টিনার ফুটবলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত নাম লিওনেল স্কালোনি। গত বছর আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ সম্প্রতি দায়িত্ব ছাড়ার ইঙ্গিত দেন। সঙ্গে এটাও জানিয়ে দেন, ২০২৪ কোপা আমেরিকার ড্র অনুষ্ঠানে তিনি যাবেন না। এতে সমর্থকদের মনে জাগা প্রশ্ন শঙ্কায় রূপ নেয় সত্যিই কি মেসি মার্তিনেজদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন স্কালোনি? তবে স্কালোনিকে নিয়ে ক্লারিন ও টিওয়াইসি স্পোর্টসের সর্বশেষ প্রতিবেদন সমর্থকদের মনে স্বস্তি ফেরাতে পারে। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম দুটি নিশ্চিত করেছে, সিদ্ধান্ত পাল্টে কোপা আমেরিকার ড্রয়ে যেতে রাজি হয়েছেন স্কালোনি। আগামী বছরের জুন জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে হবে কোপা আমেরিকা। বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো এই আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা এবার বড় পরিসরে হবে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের (কনমেবল) ১০ দলের সঙ্গে থাকবে উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের (কনকাকাফ) ৬ দল। ১৬ দলের এই আসরের ড্র হবে আগামী ৭ ডিসেম্বর মায়ামির জেমস এল নাইট সেন্টারে। সেই অনুষ্ঠানে যেতে রাজি হয়েছেন স্কালোনি। এর আগে স্কালোনি জানিয়েছিলেন, কোপা আমেরিকার ড্রয়ে তিনি ও তাঁর কোচিং স্টাফের দুই সদস্য পাবলো আইমার ও ওয়াল্‌তার স্যামুয়েল যাবেন না। কোপা আমেরিকার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল সাধারণত এই অনুষ্ঠানের জন্য অংশগ্রহণকারী দলগুলোর কোচ আর দেশগুলোর নেতাদের নিমন্ত্রণ করে। স্কালোনির অধীনে ২০২১ সালে সর্বশেষ কোপা আমেরিকা আর্জেন্টিনাই জিতেছে।

শিরোপা ধরে রাখার সেই প্রতিযোগিতার ড্র অনুষ্ঠানে স্কালোনির যেতে না চাওয়ার খবরে প্রশ্ন উঠেছিল, তাহলে মায়ামিতে আর্জেন্টিনা দলের কোচিং স্টাফের প্রতিনিধিত্ব করবেন কে? সে ক্ষেত্রে আর্জেঃটিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে ফিটনেস কোচ লুইস মার্তিনের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। তবে স্কালোনি সিদ্ধান্ত পাল্টানোর সে সংকট দূর হলো।

ক্লারিন জানতে পেরেছে যে এই মুহূর্তে স্পেনে আছেন স্কালোনি। পরিবার নিয়ে তিনি স্পেন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তাঁর সিদ্ধান্ত বদলানোকে ভালো কিছুর ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। মানে, মেসিদের কোচ হিসেবে তিনি থেকে যেতে পারেন। গত ফেব্রুয়ারিতে এএফএর সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেন স্কালোনি। সেই চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের পর। কিন্তু হঠাৎ স্কালোনির দায়িত্ব ছাড়তে চাওয়ার সঙ্গে নাকি জড়িয়ে আছে আর্থিক ব্যাপার। আর্জেন্টিনার বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিশ্বকাপ জেতায় স্কালোনি ও তাঁর সহকারীদের অর্থপুরস্কার দেওয়ার কথা থাকলেও এএফএ এখনো দেয়নি। এ কারণে ফেডারেশন সভাপতি তাপিয়ার সঙ্গে স্কালোনির দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ শেষে কয় দিন নিজ এলাকা পুহেতায় ছুটি কাটিয়েছেন স্কালোনি। সে সময় তাপিয়ার সঙ্গে স্কালোনির আলোচনা করার কথা থাকলেও সেটা আলোর মুখ দেখেনি। স্কালোনি তাই স্পেনে পরিবারের কাছে গেছেন।

তিনি স্পেনে যেতেই এসেছে আরেক টাটকা খবর। আর্জেঃটিনার ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট দবলে আমারিয়া জানায়, মেসিদের দায়িত্ব ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হতে চলেছেন স্কালোনি। তাঁকে পেতে স্পেনের সফলতম ক্লাবটি নাকি প্রাথমিক আলোচনাও শুরু করেছে। তবে স্কালোনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে কিছুদিন সময় চেয়েছেন। টিওয়াইসি স্পোর্টস অবশ্য জানিয়েছে, তাপিয়ার সঙ্গে স্কালোনি ও তাঁর সহকারীদের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। কোপা আমেরিকার ড্র অনুষ্ঠানের আগে মায়ামিতেই তাঁরা বৈঠকে বসতে পারেন।

সুড়ঙ্গে যোগব্যায়াম আর লুডো খেলে ১৭ দিন কাটিয়েছেন শ্রমিকরা

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের উত্তরাখন্ডে ধসে পড়া টানেলে ১৭ দিন ধরে আটকে থাকার পর মঙ্গলবার রাতে যখন একে একে শ্রমিকদের বার করে আনা হচ্ছিল, একেবারে শেষে বাইরে আনা হয়েছিল গব্বর সিং নেগিকে। তিনি ওই সুড়ঙ্গে আটকিয়ে পড়া সবথেকে সিনিয়র শ্রমিক ছিলেন।

আগে থেকেই তিনি সঙ্গীদের বলে দিয়েছিলেন যে সবার শেষে তিনি বেরোবেন, করেছেনও ঠিক তাই। তিনি যে ফোরম্যান!

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন, তখনই জানা যায় শুধু যে পদের ভারে সিনিয়র ছিলেন মি. নেগি, তা নয়। আটক থাকা অবস্থায় সবার মনোবল ধরে রাখার কাজটাও তিনিই চালিয়ে গেছেন গত ১৭ দিন ধরে।

সুড়ঙ্গের মধ্যে না হলেও আমি সিকিমে একবার ভূমিকম্পে আটকিয়ে পড়েছিলাম, প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন মি. নেগি।

তিনি বলেছেন, সুড়ঙ্গের ভেতরে বিশেষ কোনও সমস্যা তাদের হয় নি কারণ সরকার তাদের প্রয়োজনমতো সামগ্রী পাঠিয়ে গেছে। তার সঙ্গে আটকিয়ে পড়া শ্রমিকদেরও ধন্যবাদ দিয়ে মি. নেগি বলেন, একটা কঠিন সময়ে সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে, তার নির্দেশ মতো চলেছে আর কেউ ভেঙ্গে পড়ে নি।

তিনিই সঙ্গীদের যোগব্যায়াম আর ধ্যান করা শিখিয়েছিলেন, আবার লুডো দাবাও খেলতে বলেছিলেন।

যে সরকারী চিকিৎসক দল সুড়ঙ্গের বাইরে থেকে শ্রমিকদের মানসিক পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখছিলেন, তাদেরই একজন, ড. রোহিত গোণ্ডওয়াল সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে মাটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে দীর্ঘদিন ধরে আটকিয়ে থাকা অবস্থায় শ্রমিকদের মনোবল ধরে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উদ্ধারের পরে সবাইকে হেলিকপ্টারে করে ঋষিকেশের এইমস হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

মর্নিং ওয়াক আর যোগব্যায়াম

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতার সময়ে উদ্ধার হওয়া এক শ্রমিক শাবাব আহমেদ বলেছেন, আমরা সবাই একসঙ্গে খাওয়া থাকা করেছি এই কদিন। রাতের খাওয়ার পরে একটু হাঁটাহাঁটি করতাম আমরা। সুড়ঙ্গের ভেতরে তো আড়াই কিলোমিটার জায়গা ছিল, তাই দমবন্ধ লাগে নি আমাদের। আমরা তো ভেতরে শুধু খাওয়া দাওয়া করছি, তাই মর্নিং ওয়াক আর যোগব্যায়ামও করতাম আমরা।

আবার সুড়ঙ্গ মুখ থেকে উদ্ধারকারী দলের নির্দেশও পালন করতেন শ্রমিকরা। অক্সিজেন পাঠানোর পাইপটি ঠিকমতো লাগানোর সময়ে হোক বা খাবার, পানীয় জল, ওষুধ বা অন্যান্য সামগ্রী যা পাঠানো হচ্ছিল আরেকটি পাইপ দিয়ে, সেসব হিসাব করে জমিয়ে রাখা ¯ সবই করেছেন ভেতরে আটকিয়ে থাকা শ্রমিকরা।

মনোবল ধরে রাখাই সব চেয়ে জরুরি

ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা সুবোধ কুমার ভার্মা সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলছেন, প্রথম ২৪ ঘন্টা কিছুটা ভয়ে পেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু তারপরে বাইরে থেকে কাজু কিশমিশ আর পানীয় জল পাঠানো শুরু হল, অক্সিজেন আসতে লাগল। দিন দশেক পরে ভাত, ডাল, রুটি পেতে থাকি আমরা।

গোড়ার দিকে না হলেও পরিবার পরিজনের সঙ্গে কথা বলার পর মনোবল আরও কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল শ্রমিকদের।

উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এক শ্রমিক অখিলেশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে বলেছেন, প্রথমে মোবাইলের চার্জ জমিয়ে রাখার জন্য তারা শুধু সময় দেখার জন্য ফোন ব্যবহার করতেন। কিন্তু পরে তাদের মোবাইল চার্জারও পাঠানো হয়। তারপরে তারা মোবাইলে গেমও খেলতেন। এতে তাদের কিছুটা মনোরঞ্জনও হত।

সব যন্ত্র ব্যর্থ, হাতই ভরসা

আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করতে প্রথম ১৬ দিন একাধিক উপায় নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে সুড়ঙ্গের ভেতরে জমে থাকা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে, তারপরে বড় বড় মাটি কাটার যন্ত্র নিয়ে এসে চেষ্টা হয়েছিল শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনর।

বড় মাপের যে যন্ত্রটি দিয়ে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে একটা বড় পাইপ গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, তার ব্লেড একেবারে শেষ অংশে এসে ভেঙ্গে যায়। তখনও আরও প্রায় ৬০ মিটার মতো ধ্বংসস্তূপ পেরোলে তবেই শ্রমিকদের কাছে পোঁছন সম্ভব হত।

এর আগে যন্ত্র দিয়ে মাটি কাটার সময়ে কম্পনের কারণে বেশ কয়েকবার নতুন করে ধস নেমেছে সুড়ঙ্গের ভেতরেই।

ওই ব্লেড আর কোনভাবেই সারানো সম্ভব নয়, এটা নিশ্চিত হওয়ার পরে ডাক পড়ে একদল শ্রমিকের, যারা কোদাল বেলচার মতো যন্ত্র দিয়ে হাতে মাটি কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করেন।

এধরনের সুড়ঙ্গকে বলে র‍্যাট হোল, আর এই কাজ যারা করেন, তাদের র‍্যাট হোল মাইনার বলা হয়। র‍্যাট হোল অর্থাৎ ইঁদুর যেভাবে গর্ত খোঁড়ে।

দিল্লি থেকে সেরকমই কয়েকজন শ্রমিককে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয়।

প্রথম যিনি শ্রমিকদের কাছে পৌছলেন

তাদেরই মধ্যে একজন মুন্না কুরেশি। তিনিই প্রথম আটকিয়ে থাকা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছন মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। বিবিসির সহযোগী আসিফ আলিকে তিনি জানিয়েছেন যে তারা দিল্লিতে ভূগর্ভস্থ জলের ও নিকাশি পাইপ পরিষ্কারের কাজ করে থাকেন। সেজন্যই তাদের এই কাজের জন্য আনা হয়েছিল। মি. কুরেশির কথায়, আমাদের বলা হয়েছিল ২৪ ঘন্টার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। আমরা ঠিক ২৬ ঘন্টার মাথায় শ্রমিকদের কাছে পৌঁছিয়েছি। সোমবার সারা রাত ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আরও গভীরে ঢুকেছি। শেষমেশ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমিই প্রথম ওদের কাছে পৌছই। ওরা যে কী আনন্দিত হয়েছিল আমাকে দেখে। ওদের কাছে থাকা একটা চকলেট দিয়েছিল। জানতে চাইছিল যে আমি কী চাই? আমি বলেছিলাম, আপনাদের সুস্থ অবস্থায় বার করে নিতে চাই শুধু, বিবিসিকে জানাচ্ছিলেন মি. কুরেশি। র‍্যাট হোল মাইনিং উত্তর পূর্বাঞ্চলের মেঘালয়ে চালু ছিল। ওই পদ্ধতিতে বেআইনি ভাবে কয়লা তোলা হত।

আদালতের নির্দেশে ২০১৪ সাল থেকে সব ধরণের র‍্যাট হোল খনি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখন সেই 'বেআইনি' পদ্ধতিই কাজে লাগিয়ে শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হল।

টুকরো খবর

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল এক ভিন রাজ্যের শ্রমিক

মালদা। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল এক ভিন রাজ্যের শ্রমিক। আজ ওই শ্রমিকের নিথর দেহ গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের বলদাহুরা শিমুল ডাঙ্গা গ্রামে। জানা গেছে মৃত শ্রমিকের নাম সুজন পাহাড়িয়া (৪০) ,পরিবার সূত্রে জানা যায় প্রায় তিন মাস আগে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে দাদনের কাজে যায় কিন্তু সেখানে দুই মাস কাজ করার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে ফলে সেখানে ভালো চিকিৎসা হয়নি হাতুড়ে চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করানো হয় কিন্তু অসুস্থ শ্রমিককে বাড়ি আসতে দেওয়া হয়নি কারণ দাদনের আগাম টাকা নেওয়া ছিল । অবশেষে যখন গুরুতর অসুস্থ হয় তখন শ্রমিকের বাড়িতে খবর দিলে গত ২০ তারিখে তার স্ত্রী মাইডি হেমরম স্বামীর কাছে যায় এবং স্বামীর অবস্থা দেখে তরিঘরি করে সেখানকার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করায় এবং সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় সেদিনই মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। শ্রমিকের নিথর দেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে তার স্ত্রী তবে মৃতের পরিবারবর্গ এবং এলাকাবাসীর দাবি এই মৃত্যুর জন্য দায়ী হচ্ছে ঠিকাদার এবং কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কারণ অসুস্থ হলেও তাকে সঠিক চিকিৎসা করানো হয়নি বা বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়নি তাই পরিবারের একমাত্র উপার্যক মৃত্যু হওয়ায় পরিবারটি ভেসে গেল তাই তার পরিবারকে যেন কম্পানি কর্তৃপক্ষ ক্ষতি ক্ষতিপূরণ দেয় ।একই দাবি তুলেন ওই এলাকার প্রধানের স্বামী রঞ্জন লোহার তিনি বলেন পরিবারে স্ত্রী সহ তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে ,তাই পরিবারের কথা ভেবেই ক্ষতিপূরণের দাবি করা হচ্ছে কারণ এই মৃত্যুর জন্য মূল দায়ী হচ্ছে ঠিকাদার এবং কোম্পানি সংস্থা তাদের গাফিলতির জন্য এই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

চাবাগান থেকে মৃত দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ...

জলপাইগুড়ি ঃচাবাগান থেকে এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করলো মালবাজার পুলিশ। এদিন মাল ব্লকের গুর্জনঝোড়া চাবাগানের ৬০ নাম্বার সেকশনে এই ব্যাক্তির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানিয় মানুষ মালবাজার থানায় খবর দেয়। মালবাজার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্যে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দীলবাঞ্জন নায়েক বলেন, মৃতদেহ দেখে মনে হচ্ছে এই এলাকার ব্যাক্তি না। অনুমানিক ৪৫¯৫০ বয়স হবে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য। কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।মালবাজার পুলিশ মৃতদেহের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

ভর দুপুরে চুরির ঘটনা ঘটলো তেলিপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ ভর দুপুরে চুরির ঘটনা ঘটলো তেলিপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বাড়ির মালিকের নাম বিমল হালদার। তিনি মাছ বিক্রেতা ও তার স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করে। জানা যায়, প্রতিদিনের মত বুধবারও তিনি ও তার স্ত্রী কাজে বেরিয়েছিলাম। বাড়ি খালি থাকার সুযোগে এই চুরির ঘটনা ঘটে। বিমলবাবু জানান, এদিন দুপুরে তাকে প্রতিবেশীরা ফোন করে বলেন তার বাড়িতে চুরি হয়েছে। তিনি বাড়িতে এসে দেখেন ঘরের তালা ভাঙা রয়েছে। এবং প্রায় ৬০০০০ টাকার সোনার গহনা সহ নদগ চুরি যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ও পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছাত্রী হোস্টেলে ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থার দাবিতে বিক্ষোভে তৃনমূল ছাত্র পরিষদ

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত ছাত্রী হোস্টেলে এখন পর্যন্ত ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা চালু হয়নি,সেখানে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য রথীন বন্দোপাধ্যায় থাকছে। শীঘ্রই ছাত্রী হোস্টেলে ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করার দাবিতে বুধবার তৃনমূল ছাত্র পরিষদ হোস্টেলের গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়।তৃনমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ,উপাচার্য অনৈতিক ভাবে ছাত্রীদের হোস্টেল দখল করেছেন। নব নির্মিত হোস্টেলে এখন পর্যন্ত ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়নি। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ টি হোস্টেল রয়েছে।তারমধ্যে ছাত্রীদের জন্য একটি হোস্টেল রয়েছে।গত দেড় বছর ধরে হোস্টেল টি মেরামত করা হয়।এখনও চালু হয়নি।এদিন বেশ কয়েকঘন্টা হোস্টেলের গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখায় টিএমসিপি। টিএমসিপির জেলা সভাপতি সমীর ঘোষ বলেন,ছাত্রীরা এখানে থাকতে পাচ্ছেনা। সেখানে বহাল তবিয়তে উপাচার্য থাকছেন।বহু ছাত্রী বাইরে থেকে এসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে।কিন্তু তাদের থাকার বাবস্থা নেই।অবিলম্বে উপাচার্যের হোস্টেল দখল মুক্ত করার ডাক দিয়েছে টিএমসিপি।এ ব্যাপারে বাইরে থেকে আসা ছাত্রীরাও দাবি তুলেছেন তাদের হোস্টেলে থাকার ব্যাবস্থা করতে।যদিও উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আলিপুরদুয়ারে নেই।

মা ও ছেলের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত ওয়ার্ডবাসী

জলপাইগুড়ি ঃ আতঙ্ক যেন কাটে নি এলাকায়। ঘটনার পর ২৪ ঘঃটার বেশি সময় কেটে গেলেও শুনশান রয়েছে এলাকা। আতঙ্কের কারণে কার্যত রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দেবিনগর মিল পাড়া এলাকার বাসিন্দাদের। রীতিমতো খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে না বলেও জানিয়েছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার সাত সকালে ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের এক নায়নজুলির পাশের কৃষি জমি থেকে উদ্ধার হয় হোমগার্ড ছেলের মৃতদেহ। এই খবর জানার পর তার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মিলপাড়ার বাড়িতে খবর দিতে গেলে ঘর থেকে মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মা ও ছেলের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা ময়নাগুড়ি জুড়ে। খুন নাকি আত্মহত্যা তার তদন্ত করছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। এই ঘটনার ২৪ ঘঃটা পেরিয়ে গেলেও এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেকেই আতঙ্কে বাড়ি থেকে কাজে যাননি বলে জানা গিয়েছে।

বাড়ি ভাড়া দিলে জমা করতে হবে পরিচয় পত্র, বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করলেন কাউন্সিলর

জলপাইগুড়ি ঃ এবার বাড়ি ভাড়া দিলে ভারাটের সচিত্র পরিচয় পত্র ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং থানায় জমা দিতে হবে। এই বার্তা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিলেন ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিতাভ চক্রবর্তী। বুধবার তিনি ফার্ম শহীদগড় এলাকায় গিয়ে বাড়ি বাড়ি এই প্রচার করেন। উল্লেখ্য, ফার্ম শহীদগড় এলাকায় চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে গিয়ে এক পুলিশ আধিকারিককে মারধোরের অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি মালদা জেলায় এবং একজনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। তারা ফার্ম শহীদগড় এলাকায় ভাড়া থাকতেন এবং হকারি করতেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। ওই এলাকায় যাতে কোনো অবৈধ মানুষ ভাড়া না থাকেন সেই কারণেই এই বার্তা দেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
01:12:2023

বাংলাদেশে নতুন কারিকুলাম নিয়ে এত আলোচনার কারণ কী?

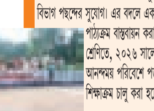

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আগামী বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কয়েকটি শ্রেণিতে নতুন একটি কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম চালু করতে যাচ্ছে সরকার। এতে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে, যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা আলোচনা-সমালোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। নতুন শিক্ষাক্রমে দশম শ্রেণির আগের সব পাবলিক পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পদ্ধতিতেও আনা হয়েছে পরিবর্তন। এছাড়া থাকছে না নবম শ্রেণিতে বিভাগ পছন্দের সুযোগ। এর বদলে একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পছন্দমতো বিভাগে পড়তে পারবেন। চলতি বছর প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণিতে নতুন পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আগামী বছর বাস্তবায়ন করা হবে তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে। এরপর ২০২৫ সালে পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে, ২০২৬ সালে একাদশ শ্রেণিতে এবং ২০২৭ সালে দ্বাদশ শ্রেণিতে ধাপে ধাপে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হওয়ার কথা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের আনন্দময় পরিবেশে পড়ানোর পাশাপাশি মুখস্থনির্ভরতার পরিবর্তে দক্ষতা, সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে শেখাতেই নতুন এই শিক্ষাক্রম চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। তবে শিক্ষক ও অভিভাবকদের অনেকেই এর সমালোচনা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন নাগরিক শিখ নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে গ্রেপ্তার ভারতীয়

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে একজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর এ নিয়ে যে অভিযোগপত্র প্রকাশ করেছে, তাতে লেখা হয়েছে যে পরিকল্পনা করা ওই হত্যার জন্য গ্রেপ্তার ব্যক্তি যিনি একজন ভারতীয় নাগরিক, তিনি একজন ভাড়াটে খুনি নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক অভিযোগপত্র প্রকাশ করার পরেই ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তা ধরা পড়েন চেক প্রজাতন্ত্রে। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে ৫২ বছর বয়সী মি. গুপ্তা এখনও ওই দেশেই আটক রয়েছেন।

মি. গুপ্তা নগদ এক লাখ মার্কিন ডলার দিয়ে ভাড়াটে খুনিকে হত্যাকাণ্ডের জন্য নিয়োগ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ভাড়াটে খুনি আসলে ছিলেন একজন ছদ্মবেশী ফেডারেল এজেন্ট।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর এটা উল্লেখ করে নি যে কাকে হত্যার পরিকল্পনার জন্য ওই ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়েছে চেক প্রজাতন্ত্রে।

তবে কয়েকদিন আগে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল টাইমস খবর দিয়েছিল যে ভারতে ঘোষিত সন্ত্রাসী গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুকে হত্যার ষড়যন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে সেই ঘটনাতেই ধরা পড়েছেন ওই ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তা।

মি. পান্নু ভারতে ২০২০ সাল থেকেই ঘোষিত সন্ত্রাসী আর তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার দ্বৈত নাগরিক।

এই বিষয়ে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জানানো হয়েছিল বলে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলছেন, এই ঘটনা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে এতটাই বিচলিত করেছিল যে সিআইএর ডিরেক্টর উইলিয়াম বার্নস আর ডিরেক্টর অফ ন্যাশানাল ইন্টেলিজেন্স অ্যাভ্রিল হেইনসকে তিনি সশরীরে ভারতে পাঠিয়েছিলেন।

তারা বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন যে, গোটা ঘটনায় একটা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিবিসির এশিয়ান নেটওয়ার্কের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওই 'টার্গেট' গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নু প্রশ্ন তুলেছেন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার ফলাফলের মুখোমুখি হতে ভারত প্রস্তুত আছে তো?

তিনি আরও বলেন, যারাই তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে, তারা ভারতীয় কূটনীতিক হোন অথবা 'র' (আর এণ্ড এডব্লিউ, ভারতের বহির্দেশীয় গুপ্তচর সংস্থা), সবাইকেই আইনের মুখোমুখি হতে হবে।

কয়েক মাস আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ তুলেছিলেন যে তার দেশের এক শিখ নাগরিক, যিনিও একজন খালিস্তানি নেতা ছিলেন, তাকে হত্যা করেছে ভারত সরকারের এজেন্টরা।

ওই ব্যাপারে কানাডার কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে বলেও দাবী করেছিলেন মি. ট্রুডো। ওই অভিযোগ তোলার পরে ভারতের সঙ্গে কানাডার এক অভূতপূর্ব কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে।

যেভাবে গ্রেপ্তার নিখিল গুপ্তা

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, মি. গুপ্তা আন্তর্জাতিক মাদক ও অস্ত্র পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং মে মাসে ভারত সরকারের একজন কর্মকর্তা তাকে হত্যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিযোগে করেছিলেন।

অভিযোগ করা হয়েছে যে মি. গুপ্তাকে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন সহযোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর নিউ ইয়র্ক শহরে ওই হত্যাকাণ্ড চালাতে পারে এমন একজন ভাড়াটে খুনির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন নিখিল গুপ্তা।

কিন্তু সেই ভাড়াটে খুনির বদলে একজন ছদ্মবেশী আইন প্রযোগেকারী কর্মকর্তার সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যিনি বলেছিলেন যে তিনি এক লাখ ডলারের বিনিময়ে ওই হত্যাকাণ্ড চালাতে পারবেন।

অভিযোগপত্রে আরো বলা হয়েছে, গত নয়ই জুন এক সহযোগীর মাধ্যমে ১৫ হাজার মার্কিন ডলার অগ্রিম দেন মি. গুপ্তা। সেই লেনদেনের ছবিও অভিযোগপত্রে যুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন বিচার দপ্তর প্রাথমিক অভিযোগ প্রকাশের পরই ৩০শে জুন চেক প্রজাতন্ত্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিখিল গুপ্তাকে গ্রেপ্তার করে।

আদালতের নথি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে তারা এখনও তাকে আটক করে রেখেছে।

চলতি বছরের জুনে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী হরদীপ সিং নিজ্জারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

গত সেপ্টেম্বরে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে ভারতের হাত থাকার 'বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ' রয়েছে তার দেশের কাছে। মি. ট্রুডো ওই অভিযোগ তোলার পরে ভারত আর কানাডার মধ্যে এক অভূতপূর্ব কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কানাডার অভিযোগকে ভারত 'ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক' বলে অভিহিত করেছিল। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো যখন মি. নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে ভারতের জড়িত থাকার অভিযোগ এনে তদন্তে সহযোগিতা চেয়েছিলেন, তখন ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। ভারত কেবল এই অভিযোগই প্রত্যাখ্যান করেনি, এমন কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে যা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে এখন চরম অবনতি হয়েছে। দিল্লিতে কানাডিয়ান হাই কমিশনে কূটনীতিকদের সংখ্যা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল ভারত। কানাডায় ভারতীয় হাই কমিশনে উপস্থিত ভারতীয় কূটনীতিকদের সংখ্যার চেয়ে তাদের সংখ্যা কম বলে জানিয়েছে ভারত। কানাডা ভারতের অবস্থানকে আন্তর্জাতিক চুক্তির লঙ্ঘন বলে অভিহিত করে এবং এরপর নিজেদের ৪১ জন কূটনীতিককে ফিরিয়ে নিয়েছে। ভারত কানাডিয়ানদের জন্য ই-ভিসা পরিষেবাও বন্ধ করে দিয়েছিল, যা সম্প্রতি দুই মাস পরে আবারও শুরু হয়েছে।

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মারা গেছেন

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ১০০ বছর।

সর্বশেষ তিনি নিক্সন ও ফোর্ড প্রশাসনে দেশটির শীর্ষ কূটনীতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন।

তার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কনসালটিং প্রতিষ্ঠান - কিসিঞ্জার এসোসিয়েটস এর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জার্মান বংশোদ্ভূত এই সাবেক কূটনীতিক কানেক্টিকাটে তার বাড়িতে মারা গেছেন। তবে বিবৃতিতে তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি।

কয়েক দশকের ক্যারিয়ারে মি. কিসিঞ্জার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কখনো কখনো আলোচিত, সমালোচিত এবং বিতর্কিতও হয়েছেন।

মি. কিসিঞ্জার ১৯২৩ সালে জার্মানিতে জন্ম গ্রহণ করেন। এরপর নাৎসি জার্মানি থেকে পালিয়ে পরিবারের সাথে ১৯৩৮ সালে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন।

পরে ১৯৪৩ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। এরপর তিনি দেশটির সামরিক বাহিনী ও পরে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে কাজ করেন।

ছাত্র হিসেবে ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। পরে ১৯৬৯ সালে তখনকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তাকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন।

মূলত এটিই তাকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে ব্যাপক প্রভাব তৈরির সুযোগ করে দেয়। নিক্সন প্রশাসনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি।

এরপর প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড এর সময়েও মি. কিসিঞ্জারের নেতৃত্বে পরিচালিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফল হিসেবে ইসরায়েল ও এর প্রতিবেশীদের মধ্যে ইয়ম কিপুর যুদ্ধ অবসানে মধ্যস্থতার সুযোগ এনে দেয়।

এছাড়া ভিয়েতনাম যুদ্ধ অবসানে প্যারিস শান্তি চুক্তিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

পরে ১৯৭৭ সালে সরকারী চাকরী থেকে বিদায়ের পর মি. কিসিঞ্জার জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ের বিশ্লেষক হিসেবে ভূমিকা অব্যাহত রাখেন।

বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও অনেক আইন প্রণেতারা বিভিন্ন বিষয়ে তার পরামর্শ নিয়েছেন।

একশো বছর বয়সেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। সর্বশেষ চলতি বছর তিনি চীন সফর করেন। সম্প্রতি আমেরিকার শীর্ষ কর্মকর্তারা একের পর পর চীন সফর করেছেন। এর মধ্যে জুলাইয়ে হঠাৎ করে পূর্ব কোন ঘোষণা ছাড়া বেইজিং সফর করেন ১০০ বছর বয়সী মি. হেনরি কিসিঞ্জার।

বিবিসি নিউজের এশিয়া ডিজিটাল সংবাদদাতা টেসা ওয়াং সেসময় লিখেছিলেন, ১৯৭০এর দশকে চীন যখন কূটনৈতিকভাবে একঘরে হয়েছিল, তখন দেশটিকে সে অবস্থা থেকে বের করে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার।

চীন তাকে 'পুরনো বন্ধু' হিসেবে মূল্যায়ন করে এসেছে সব সময়।

একুশটি বই লিখেছেন তিনি এবং কাজ করেছেন অনেক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে। গত মে মাসে তার বয়স একশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো। তবে তখনও তিনি সক্রিয় ছিলেন। জুলাই মাসে বেইজিং সফরে গিয়ে চীনা প্রেসিডেন্টের সাথে তার বৈঠকটি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিলো।

তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান ও পাঁচ নাতি নাতনি রেখে গেছেন।

যদিও বহু বছর ধরে মি. কিসিঞ্জারকে ঘিরে নানা ধরণের সমালোচনাও হয়েছে। বিশেষ করে তার সোভিয়েত ইউনিয়ন নীতি এবং চিলির অগাস্টো পিনোশেসহ বিশ্বজুড়ে বহু কর্তৃত্বপরায়ন শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন দেয়ার জন্যও সমালোচনা হয় তার।

শীতল যুদ্ধের সময়কার 'রিয়ালপলিটিকে'র মূর্ত প্রতীক বলেও তাঁকে মনে করেন অনেকেই।

কাম্বোডিয়ায় বেআইনিভাবে বোমা ফেলে গণহত্যা থেকে চিলিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে উৎখাত - এমন বহু ঘটনায় বারে বারে নাম জড়িয়েছে মি. কিসিঞ্জারের। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের চালানো গণহত্যাকেও প্রচ্ছন্ন সমর্থন করে স্বাধীন বাংলাদেশেও তার পরিচয় এক নিন্দিত চরিত্র হিসেবেই।

একদা তার প্রবল ভারতবিরোধী ভূমিকার কথাও বহুল চর্চিত। কুখ্যাত 'নিক্সন টেপে' হেনরি কিসিঞ্জারকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ভারতীয়রা 'সাচ বাস্টার্ডস' (এত বড় বেজন্মা), আর ইন্দিরা গান্ধী একজন 'বিচ'!

যদিও পরে ভারতের সাথে বিশেষ করে দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে তার সুসম্পর্কের কথা শোনা যায়।

তাকে দেয়া নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। উনিশশো তিয়াত্তর সালে তাকে ভিয়েতনামের লি ডাক থোর সাথে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হলে, মি. থো সেই পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

কম্বোডিয়ায় বোমা বর্ষণ, দক্ষিণ আমেরিকায় সামরিক শাসনকে সমর্থনসহ আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত অধ্যায়ের সাথে জড়িত থাকা মি. কিসিঞ্জারকে এই পুরস্কার দেয়ায় অনেকের চোখ সেসময় কপালে ওঠে।

প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন নোবেল কমিটির দুজন সদস্য।

নিউইয়র্ক টাইমস সেবছর পুরস্কারটিকে আখ্যায়িত করেছিলো 'নোবেল ওয়ার প্রাইজ' হিসেবে।

ইমরান খান পিটিআই চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন

লাহৌর (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের বিরোধী দল তেহরিক-ই-ইনসাফের অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান পদে নিজের আইনজীবীকে মনোনীত করেছেন দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এর আগে মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় নির্বাচনে অংশ নেয়া বা দলীয় প্রধানের পদে থাকার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে ইমরান খানকে। ফলে পিটিআই চেয়ারম্যানের পদে তিনি আর থাকতে পারছেন না।

পাকিস্তানের নির্বাচন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দলের নতুন চেয়ারম্যান নির্ধারণ করতে হবে। পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ বা পিটিআই নেতা সিনেটর আলি জাফর জানিয়েছেন, দলের চেয়ারম্যান নির্বাচনে ইমরান খান অংশ নেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান হিসাবে তার আইনজীবী ব্যারিস্টার গহর আলী খানকে মনোনীত করেছেন।

ইমরান খানের ওপর থেকে 'অযোগ্য আদেশ' আদালত তুলে নিলে তিনি আবার চেয়ারম্যান পদে ফেরত যাবেন বলে জানিয়েছেন মি. জাফর। পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী, তোশাখানা কেস বা উপহার হিসাবে পাওয়া রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিক্রির মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় ইমরান খান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বা দলীয় পদে থাকতে পারবেন না। ইমরান খানের আইনজীবী শের আফজাল মারওয়াত মঙ্গলবার বলেছিলেন, আদালত তাকে আবার যোগ্য বলে ঘোষণা করলে তিনি আবার চেয়ারম্যানের পদে ফিরে যাবেন। তিনি বলেছেন, আদিয়ালা কারাগারে ইমরান খানের সাথে তিনি দেখা করেছেন। সেখানে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে দলের নেতৃত্বের বিষয়টিও ছিল।

পিটিআই নেতা সিনেটর আলি জাফর বলেছেন, চেয়ারম্যান হিসাবে না থাকলেও দলের প্রধান নেতা হিসাবেই থাকবেন ইমরান খান।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান হিসাবে এমন একজনকে চাইছিলেন ইমরান খান, দলে যার স্থায়ী পদ নেই। দলের স্থায়ী চেয়ারম্যান ও নেতা হিসাবে ইমরান খানই থাকবেন।

তাকে ছাড়া পিটিআই কিছুই নয়। পিটিআই হচ্ছে ইমরান খান এবং ইমরান খান হচ্ছেন পিটিআই। কৌশলগত কারণে এটা করা হচ্ছে। আমরা এই কৌশল নিয়েছি, এটা আমাদের প্ল্যান বি। বহুদিন ধরেই আমরা এজন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, তিনি বলেন।

এই ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় ব্যারিস্টার গহর আলী বলেছেন, ইমরান খানকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। আমি ইমরান খান যতদিন পুনরায় ফেরত না আসবেন, আমি ততদিন তার মনোনীত প্রতিনিধি এবং উত্তরসূরি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাবে। পিটিআইয়ের আদর্শ এবং সংগ্রাম একই থাকবে।

তবে ইমরান খান মনোনীত করলেও আগামী দোসরা ডিসেম্বর পিটিআইয়ের দলীয় সম্মেলনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে বিজয়ী হলেই চেয়ারম্যান পদ নিশ্চিত হবে ব্যারিস্টার গহর আলীর।

বিবিসি সংবাদদাতারা বলছেন, ওই নির্বাচনে ইমরান খানের মনোনয়নের বাইরে কারও নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলা চলে।

ইমরান খানকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ বা পিটিআই গড়ে উঠেছে। তিনিই এই পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনকি, ব্যালট পেপারে এই দলের যে লোগো ছাপা হয় তাতেও ক্রিকেট ব্যাটের ছবি রয়েছে, যা ইমরান খানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনের কথাই তুলে ধরে। তোশাখানা মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় ইমরান খানকে দলের চেয়ারম্যান হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে দলের নতুন নেতা নির্বাচন করার জন্যও কমিশন আদেশ দিয়েছে। ওই আদেশ প্রতিপালনের জন্য আর ১৩দিন সময় রয়েছে।

এর আগে অগাস্ট মাসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকারি পদে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

এর ফলে এ সময়কালে তিনি আর নির্বাচন করতে পারবেন না।

দুর্নীতি মামলায় মি. খানের তিন বছর কারাদণ্ড হওয়ার তিনদিন পর দেশটির নির্বাচন কমিশন এ ঘোষণা দিয়েছে। মঙ্গলবারের এ ঘোষণার কারণে তিনি আর সংসদ সদস্যও থাকতে পারবেন না। তিনি অবশ্য বরাবরই তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেছেন। তবে পাকিস্তান সরকার এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

এদিকে পাকিস্তানের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ মামলার শুনানি হবে ইসলামাবাদের কাছে আদিয়ালা কারাগারে, যে কারাগারে ইমরান খানকে রাখা হয়েছে।

ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিতে আসা ৭০ বছর বয়সী মি. খান ২০১৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

কিন্তু গত বছর দেশটির শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার পর সংসদে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা হারান।

তার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল, বিদেশীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহারের তথ্য সঠিকভাবে না জানানো এবং রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রি করে অর্জিত অর্থ তোষাখানায় জমা না দেওয়া।

এসব উপহারের আনুমানিক মূল্য এক কোটি ৪০ লাখ পাকিস্তানি রুপি, যা ৬ লাখ ৩৫ হাজার ডলারের সমপরিমাণ।

পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী কোন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না।

তবে মি. খানের আইনজীবীরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দেয়া রায়কে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এখন সেই শুনানি শুরু হতে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের এপ্রিলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ইমরান খান আগাম নির্বাচনের দাবি তুলে আন্দোলন করে আসছিলেন।